কনক-কুসুম।

শ্রীবিভাবতী সেন কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীবরদাকান্ত সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

PRINTED BY B. C. DAS.
AT THE GENDARIA-PRESS, DACCA.
1902.

Twelve Annas.

সূচী পত্র।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	৬	স্নাখা	স্নাকা
২৮	১	কুলে	ফুলে
৪১	৭	এধরা	এমর
৪৪	১০	মনে	বনে
৬৭	৫	মিরেছে	ঘিরেছে
৬৭	৪৯	মিরেছে	ঘিরেছে
৬৭	২০	তমাসায়	তমসায়
৬৯	১৭	হক্ত	হও
৭২	১৯	ভুল	ভুলে
৭৩	৮	অত্তল	অতল
৭৭	১২	বাহা	যাহা
৭৯	১৫	প্রতিবেকি	অতিবেকি
৮১	১৭	সে	যে
৮২	৮	অস্পৃশ্চ	অস্পৃশ্য
৯০	৬	উসপর্ধা	উসপর্ষ্য
৯০	৭	ব্রহ্মচর্য্যা	ব্রহ্মচর্য্য
৯২	১৩	স্রোতে	স্রোতে
৯৩	১৬	সেই	যেই
৯৫	৫	কানক	কানন
৯৫	১২	অঞ্জালি	অঞ্জলি
৯৮	১১	ফুল	কুল
৯৮	১৭	স্রোত	স্রোতে
৯৯	১৫	আদর্শে	অদর্শে
১০২	৮	সুখদয়	সুখোদয়
১৪৪	১	কাহিন	কাহিনি
১০৯	৬	আকাখ্যা	আকাঙ্ক্ষা
১১২	১১	ধরিতে	ধরাতে
১১৩	১৪	হসিছে	বসিছে
১১৮	৫	পাইলে	পাইতে
১২২	৫	কে	কি
১২৯	১৯	বিষদ	বিষণ্ণ
১৩৩	২	স্নাখা	স্নাকা
১৪২	৮	বনেব	বনের
১৫৩	১২	জোটি	কোটি
১৯১	১১	বাঁধিয়া	বাঁধিয়া
১৯১	১১	তাহার	তাহার
১৯১	১৮	সাদর	আদর
২০৯	১	ক্ষেত্রে	ক্ষেত্র
২১৬	১৮	বালি	বলি
২২২	১৪	মুচি	মুছি



উৎসর্গ।

দেব !

গগণে হাসিতে ছিল
পূর্ণ বাসন্তীর চাঁদ।
জগত নীরবে ছিল
বক্ষে ধরি তার ছাঁদ।
মলয় বহিতে ছিল
বেহাগ রাগিণী বলি।
কাননে হাসিতেছিল
ফুটিয়ে কুসুম কলি।

চাঁদের কিরণে তার
হেসেছিল রেখা গুলি।
নক্ষত্র চাহিয়া ছিল
অযুত নয়ন তুলি।
আমি সে সাঁঝের কোলে
প্রকৃতি হেরিয়ে ভোর।
কাননে ছড়াতে ছিনু
প্রাণের হাসিটী মোর।
বঙ্গীয় কাননে শত
উঠায়ে কনক আঁখি।
ফুটে আছে ফুল-বালা
অমর পবিত্র মাখি।
আমার নীরব বক্ষে
অবনীর অন্তরালে।
এ আমার শুষ্ক ফুল
জেগে আছে তরু-ডালে।

তবে দেব ! তুলে নেও
তোমার পবিত্র পায় ।
মলিন এ শুষ্ক ফুল
দিতে যে হৃদয় চায় ।
এ তুচ্ছ পঙ্কিল ফুলে
দুটি পাও দিব ঢেকে ।
পূজিব মনের সাধ
প্রাণের অঞ্জলী মেখে ।
কে আর উঠাবে আঁখি
কে আর ধরিবে পায় ।
এ মলিন ফুল মোর
কে আঁখি উঠাবে তায় ।
আমি যে এনেছি এ'রে
হৃদয়ের প্রীতি ঢালি ।
তোমারি উদার গুণে
চরণে ধরিবে খালি ।

আজি দেব ! কি এনেছি
দেব-পায় দিব বলে ।
আমার নিবিড় বনে
শুধু সে আঁধার জ্বলে
শুধুই আঁধার ময়
আমার মলিন বন ।
তোমা বিনে কা'রে আর
দিব এ স্নেহের ধন !
দেখো দেব ! দেখো যেন
আঁধারে না যায় ম'রে
হৃদয়ের সুধা ঢেলে
রাখিও সযত্নে ক'রে ।
তোমার চরণে পশি
পঙ্কিল কুসুম আজি
হেসে হেসে হ'ল বলি !
কনক-কুসুম রাজি ।

শ্রীচরণাশ্রিতা ।
শ্রীবিভাবতী সেন ।



কনক-কুসুম।

তুমি তো সকল।

১

উষার কিরণ মাখি,
দাঁড়াও মেলিয়া আঁখি,
ছড়াইয়া আলো।
আঁধার নীরব রেতে,
তুমি দাও বুক পেতে
তমসার কালো।

২

চাঁদের কিরণ সনে,
শুভক্ষণ সম্মিলনে,
হাস সাথে তার।

তারা গুলি গলে পরি,
উজল ধরণী করি
দাঁড়াও আবার।

৩

নৈশ সমীরণ সাথে,
ধরি তার হাতে হাতে
কর বিচরণ।
সকলি তোমার তরে,
সকলি তোমার স্মরে
ও দুটী চরণ।

৪

প্রভাতী হাসির সনে,
পাও দুটী হয় মনে,
কপালে রাখিয়া।
নৈশ আরতির কালে,
তোমারে হৃদয় ঢালে,
তোমারে স্মরিয়া।

তুমি তো সকল।

৫

বিহগ নিচয় বসি,
মাতাইয়া দশদিশি,
গায় গুণ গান।
সমীর বিভলে হেলে,
তোমারি করুণা ঢেলে,
ধরে তার তান।

৬

কাননের ফুল কলি,
নাচে গো তোমায় বলি,
বিভল হৃদয়ে।
চেয়ে রয় অধোমুখে,
হাসিটী ধরেনা বুকে,
স্মরি প্রেমময়ে।

৭

রবির প্রখর আলো,
মুঁছায় তামসী কালো,
তোমাকে স্মরিয়া।

প্রকৃতি বদন তুলি,
অযুত নয়ন খুলি,
থাকে নিরখিয়া।

৮

জগত ধরিয়া দেহ,
বুকে লয় তব স্নেহ
অমূল অতুল।
নীলাকাশ উঠে ভাসি,
ফুটায়ে উষার হাসি
তম করি ভুল।

৯

নীরব জগত চিত,
প্রেমে হয় বিকসিত,
হাসি ধরি বুকে।
অমর সুরভ দিয়া,
দাও মোরে মাতাইয়া
আত্মহারা সুখে।

১০

তোমার দর্শন আশে,
খুঁজি আমি চারি পাশে
থাকি নিরখিয়া।
আশার হৃদয় স্মরি,
সতত ঘুরিয়া মরি,
প্রাণ টুকু দিয়া।

১১

আঁধারে চাহিয়া রই,
ঘুরে ঘুরে সারা হই
বাহিক জগতে।
আঁখি দুটী নিমীলিয়া,
খুলে যদি দেখি হিয়া,
শত বুক পেতে।

১২

তুমি দিবা বিভাবরী,
রয়েছ আমায় জুড়ি,
আমার অন্তরে।

কাছে আছ অন্তর্য্যামী,
অবোধ পামর আমি,
খুঁজি চরাচরে।

১৩

প্রেমের জগতে আসি,
হইয়াছি "সর্ব্বনাশী"
বধিতে আপনে।
চরাচর সমুদয়,
তুমি দেব! তুমিময়,
এধরা ভুবনে।

১৪

মোহ মদে আত্মহারা,
সুধু এ জগত ভরা,
পায় না দেখিতে।
অন্তরের প্রতি স্তরে,
তোমারই ছায়া ঘোরে
স্মৃতি নিরখিতে।

১৫

ভুল মাখা ভুলে ভরা,
আঁধার সরব ধরা
ভুল প্রাণে চায়।
অন্তরে সদাই থাক,
দেখিবারে পাই না কো,
এমর ধরায়।

১৬

সদা হায়! খুঁজে মরি,
সদা "ভুল ভুল" করি
অবোধ পামর
প্রতি অস্থি প্রতি-শিরা
তব ছায়া আছে ঘিরা
প্রতি অণুন্তর।

১৭

দেখিনে ভুলিয়ে ভ্রমে,
স্বমত্ব অসার প্রেমের,
জাগিয়া ঘুমিয়া।

তুমি যে আপনি মোরে,
বেঁধেছ স্নেহের ডোরে,
গোপনে থাকিয়া।

১৮

এমর জগত ময়,
প্রতিস্তরে তুমিময়,
প্রতি রেখা, অণু।
তোমারি হৃদয় দিয়ে,
বিলায়েছ কোটি হিয়ে,
কোটি পরমাণু।

১৯

তুমি তো সকলে প্রভু!
তোমারি সকল বিভু!
তুমিই সকলে।
তুমি আছ ধরাময়,
ধরা ভরা সমুদয়,
তোমারই বলে।

২০

তবে কেন প্রাণে র'তে,
খুঁজি না কো বুক পেতে,
তোমার আনন।
স্বরগ জগত ভরা,।
তোমা ছায়া তুমি ধরা,
তব চন্দ্রানন।

২১

তবে কেন বলি হায়।
পরিয়া তোমার পায়,
দিতে সুধু দেখা,।
নয়ন মেলিতে হেরি,
তুমি তো জগত ভরি
সবে তুমি লেখা।

২২

কে বলে আঁধারে তুমি,
শত নদ তীর ভুমি,
তোমারে ছাড়িয়া।

আঁড়ালে লুকায়ে রহ,
কে কবে তোমায় কহ
দেখে নিহারিয়া।

২৩

উঠিতে বসিতে যাঁরে,
পরে আঁখি বারে বারে,
সে নাই জগতে।
থাকিতে নিজের হিয়ে,
ভিক্ষা মাগি অশ্রু দিয়ে
শত বক্ষ পেতে।

২৪

আঁধারে আঁড়ালে নও,
সতত নিকটে রও
জগত চাহিয়া।
যে দেখেছে একবার,
সে জানে কোথায় তার
জনম মরিয়া।



আমার বলিতে ।

১

পরমেশ !

তুমি যে গো আমার বলিতে !
তুমিই আপন জন,
কারে আর প্রয়োজন,
তুমি যদি থাক মোর কিবা ভয় চিতে ।
তুমি যে গো আমার বলিতে !

২

তুমি যে গো আমার বলিতে !
শোক তাপ ব্যথা দুখ,
নিতে পারি পেতে বুক,
"আমার" বলিয়া রবে এই অবনীতে ।
তুমি যে গো আমার বলিতে !

৩

তুমি যে গো আমার বলিতে !
আমি তো বিশাল ভবে,
আশা কি কামনা ক'রে,

পেতেছি আশীষ তব সদা অযাচিতে।
তুমি যে গো আমার বলিতে!

৪

তুমি যে গো আমার বলিতে!
গ্রহতারা রবি শশী,
উজলিছে দশদিশি,
তোমারি আশীষ সেতো আমাদেরি হিতে।
তুমি যে গো আমার বলিতে!

৫

তুমি যে গো আমার বলিতে!
আমারি হিতের তরে,
ব্যপ্ত বায়ু চরাচরে,
স্থলজে কুসুম ফুটে হৃদয় মোহিতে।
তুমি যে গো আমার বলিতে!

৬

তুমি যে গো আমার বলিতে!
প্রকৃতি সহাস্য মুখে,
বিচরণ করে সুখে,
মাতায় সুখের প্রাণে সহস্র-ব্যথিতে।
তুমি যে গো আমার বলিতে!

৭

তুমি যে গো আমার বলিতে ?
বুঝিনা কো যদি মর্ম্ম,
তোমার ভকতি কর্ম্ম,
জানিনা, তবুও তুমি "আমার" মহীতে।
তুমি যে গো আমার বলিতে ! ঐ

৮

তুমি যে গো আমার বলিতে !
শত জন ফেলে যদি,
তুমি তো আমারি বিধি !
সহায়, সম্বল, তুমি "আপন" কহিতে।
তুমি যে গো আমার বলিতে !



তুমি দয়াময়।

১

ভুলে যদি বলে থাকি নিঠুর নিদয়।
সে বলেছি ঘুম ঘোরে,
লও প্রভো! ক্ষমা কোরে,
আমি জানি তুমি প্রভু! "দেব দয়াময়।"
কে বলে হৃদয় হীন,
তুমি প্রভো! মায়াহীন,
কে বলে কে বলে তুমি পাষাণ হৃদয়।
তুমি যদি মায়াহীনা,
অনাথা কাঙ্গালী দীনা,
বিপদে পরিয়া লয় কাহার আশ্রয়?
আমি জানি তুমি প্রভো! "দেব দয়াময়।"

২

এ জগত তব স্নেহে আজি যে জীবিত।
যদি গো পাষাণে পিতে!
ও হৃদয় বেঁধে নিতে,
কে তবে সাধিত বল অবনীর হিত।

তুমি না থাকিলে ভবে,
দাঁড়াতাম কোথা তবে,
আশার হৃদয় কবে ধুলিতে মিশাত।
ভেঙ্গে যেতো কবে তবে অযতন চিত।

৩

দুর্ব্বল অক্ষম দেহে সুধু আছ বল।
দুখী যদি কাঁদাইতে,
পরে যে শান্তনা দিতে,
ধরিয়া স্নেহের করে মুছাইতে জল।
তুমি না থাকিলে প্রভু!
শান্তনা পেতাম কভু!
তুমি না থাকিলে দেহে কিবা হতো ফল।
তুমি প্রভু দয়াময়,
প্রেম ভরা বিশ্বময়,
তোমার অসীম দয়া গভীর অতল।
অধমার চিরদিন সহায় সম্বল।

৪

ভুলে যদি বলে থাকি কঠিন তোমারে।
সে বলেছি ঘুম ঘোরে,
লও দেব! ক্ষমাকোরে,

তুমি বিনে কেবা আর দয়া দিতে পারে।
তুমি না থাকিলে হায়!
কেমনে বাঁচিত কায়,
তুমি না থাকিলে কোথা পেতাম কাঁহারে
স্বজনের স্নেহ মায়া,
প্রেমের পবিত্র ছায়া,
প্রীতির পবিত্রাবাস কে দিত আমারে।
তুমি বিনে কেবা আর দয়া দিতে পারে।

তুমি কে?

১

"প্রভু দয়াময়" বলি ডাকিছে তোমায়।
এজগতে তুমি যেকে?
বুঝি নি জনম থেকে,
বলে দাও তুমি কে এ বিশাল ধরায়।
সদা এ ভবের তরে,
খাটিছ অযুত করে,

সদাই রেখেছ ধরি আপনার পায়।
"প্রভু দয়াময়" সুধু জানিগো তোমায়।

২

তুমি যে কেমন প্রভু! কাহার মতন।
কেমন মধুর স্মৃতি,
কেমন সে প্রতিকৃতি,
আজি ও এ পাপ ধরা দেখেনি কখন।
ব্রহ্ম বলে "নিরাকারা"
কারো "কৃষ্ণ ধরা চূড়া"
খৃষ্টদের "যীশুখৃষ্ট" পাপ বিনাশন।
তুমি যে কেমন প্রভু! কাহার মতন।

কেমন তোমার ঠাম কেমন আকৃতি।
হিন্দুদের "পূজা খাও"
ব্রহ্ম "উপাসনা" পাও
খৃষ্টীয় গির্জ্জার গৃহে তোমারই "স্মৃতি"।
নানা ভাবে নানা সাজে
রয়েছ ধরার মাঝে,

কত রূপে ডাকি সবে পায় সুখপ্রীতি।
আমি তো বুঝিনা বিভো! কেমন প্রকৃতি।

৪

আমি তো তোমায় দেব! পাইনা ভাবিয়া।
যে তোমায় ভক্তিভরে,
মন প্রাণে পূজা করে,
তুমি তো আপনা দানো তাহার লাগিয়া।
যা আসে আমার প্রাণে,
ডুবে র'ব সেই ধ্যানে,
যে ভাবে দিবে গো দেখা হৃদয়ে জাগিয়া।
আমি তো তোমারে প্রভু! পাইনা ভাবিয়া।



স্বরগের মেয়ে।

১

শোভিছে কমলাননে
কচি উষাটীর হাসি।
মধুর সকল দেহে
মাখানো জোছনা রাশি।

সুরভি কুসুম বাঁস
উঠিছে উছলি বেয়ে।
তাই গো সুধাই আমি
তুমি "স্বরগের মেয়ে ?"

২

কেমন কেমন হাসে
কেড়ে লও মন প্রাণ।
কেমন নীরব ভাষে
উঠে গো সুধার তান।
কি যেন কেমন তর
মোর পানে রও চেয়ে।
তাই গো সুধাই পুন
তুমি "স্বরগের মেয়ে" ?

৩

অমনি অমনি ভাব
কোথা তুমি পেয়েছিলে।
অমনি সরল প্রাণ
কার করে ঢেলে দিলে।

সহস্র অভাব কার
সাদরে মুছায়ে লয়ে
অমনি দাঁড়ায়ে আছ,
তুমি "স্বরগের মেয়ে"

৪

নিতি এ সাঁঝের কোলে
এক কোনে সরে রও।
আরো যে এসেছে ওরা
তুমি কি ওদের নও ?
কোন দেশবাসী তুমি ?
কেহ দেখিবেনা চেয়ে।
এ দেশে বেড়াতে এলে,
তুমি "স্বরগের মেয়ে ?

৫

বেড়ানো শৈশব লীলা
আজি ও তোমার সনে !
ফুটিছে সরল হাসি
সাঁজের মারুত সনে।

তুমি "স্বরগের মেয়ে" ?
জানিনা কো পরিচয়।
আঁধারে আড়ালে থাকি
দেখিবারে সাধ হয়।

৬

আঁধারে রয়েছি তবু
তোমারি আলোক রাখা
গভীর আঁধার প্রাণে
হইয়াছে শত মাখা।
"আতর গোলাপ" বলি
করে লব পরিচয়ে।
দেখি কি লো ঘৃণা হবে
চলি যাবে লজ্জাভয়ে ?

৭

আমিও তোমার সনে
যাইব তোমার দেশে।
আঁধার আড়াল কোণে
বেড়াইব ভেসে ভেসে।

বলিব মনের কথা
তোমার বদন চেয়ে।
আসিবে কি মোর দেশে?
তুমি "স্বরগের মেয়ে।"

মাতৃহীনা। *

১

আশৈশব মাতৃহারা,
ভেদিয়া এ বসুন্ধরা,
বহে হৃদয়ের বারি তোরি দুখে বালা!
জগতে না প্রবেশিতে,
জননী ভুলেছে চিতে,
ভাবেনি অবোধ হায়! তোর দুখজ্বালা!

২

প্রসবি প্রসূণ কলি,
নীরবে পরেছে ঢলি,
কি জানি কি অন্তর্দাহে অবনীর বুকে।

---

* কুমারী আলোময়ীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল।

আসে না নিকটে আর,
ডাকে না কো একবার,
খায়না একটী চুমো অশ্রুসিক্ত মুখে।

৩

তুমি মা! আঁধার দেশে,
আঁধারে দাঁড়ালে এসে,
নীরবে নয়ন ধারা ফেলিবার তরে।
অজ্ঞাত জননী বলে,
দাও কিগো এত ঢেলে,
তাঁর স্মৃতি ভুলে কিগো তোর মনে পরে?

৪

না চিনিতে সে নিদয়া,
ছেদিয়াছে স্নেহ মায়া,
ভাবেনি ভুলিয়া তোর একবার দশা।
স্নেহের পুতলী তাঁর,
দিয়ে গেছে ক'রে কার,
কে তাঁর হৃদয়ে দিল এমনি দুরাশা।

৫

হায় রে! বিষাদে মরি!
কমল প্রসূণ কুড়ি,
অযতনে শুকাতেছে ধূলা মাখা কায়।
সাজায়ে "বিষাদময়ী"
কোথা চলে গেছে অয়ি!
নিঠুরা নিদয়া তোর অভাগিনী মায়।

৬

তিতিয়া নয়ন জলে,
কাঁদ যবে "মা, মা" বলে,
তখনি পাষাণ প্রাণ ভেঙ্গে চুরে যায়।
আশৈশব কালে তোরে,
ছেড়েছে ঘুমের ঘোরে,
সাঁঝের জগতে যবে প্রদীপ জ্বালায়।

৭

তারাটী খুলিতে আঁখি,
সে তোরে দিয়েছে ফাঁকি,
দেখেনি ফিরিয়া চেয়ে কমল কলিকা।

আয় মা! আমার কোলে,
চুমো দিব ছ'কপোলে,
ভেসনা নয়ন নীরে অবোধ বালিকা।

৮

মরি! এ সোণার ফুলে,
কে দিল অনল ভুলে,
কেন হায়! অনুক্ষণ সারা হও কেঁদে?
আবার কোলেতে তুলে,
চুমো নাহি দিবে ভুলে,
সেতো মা পাষাণে বুক রহিয়াছে বেঁধে।

৯

হাস বালা! একবার,
মুছিয়ে নয়ন ধার,
কেনমা ঝরাও চো'খে এত বারি ধারা।
এর ওর পানে চেয়ে,
ঘুর যে অবোধ মেয়ে,
ডাক যে পাষাণী সেতো দিবেনাকো সারা

১০

মাতৃহারা ফুল কলি,
যায় না আদরে গলি,

পায় না সোহাগ কিবা ভুলে চুমো মায়।
"মা" শুনিলে মুখপানে,
চেয়ে রয় এক তানে,
মনে হয় তার ব্যথা বড় যন্ত্রণায়।

১১

খুঁজে খুঁজে সারা হয়,
"মা" বলিয়া চেয়ে রয়,
চো'খে চো'খে পরে যেই লাজে যায় স'রে
স্মৃতি টুকু ধরি বুকে,
বারি ধারা ঝরে মুখে,
ভুলে ভুলে স্মৃতি টুকু জ্বালায় অন্তরে।

১২

অন্তস্থল হতে তুলে,
অশ্রুসিক্ত এই ফুলে,
গাঁথিয়া গলেতে দিই এ বাসনা আছে।
চোখ দুটী মুছে ফেলে,
আসিবি আমার কোলে,]
ক্ষুদ্র কণ্ঠ উত্তোলিয়া দাঁড়াবি কি কাছে?



বিরাগ মলয়।

১

দাঁড়া ভাই! দাঁড়া ভাই!
চলে যাস্ কোথা তাই,
ক'য়ে যা আমারে।
সুখের কানন, বন,
ছিল ঘুমে অচেতন,
জাগাইলি তারে।

২

আবার ত্যজিয়ে তায়,
কোথা তুমি যাবে হায়!
ধরণী পাশরি।
সুন্দর হিল্লোল দিয়া,
দিবি নাকি মাতাইয়া,
"ঝির ঝির" করি?

৩

হাগো এ মলিন বেশে,
কোথা যাবে কোন দেশে,
আশ্রয়ে কাহার?

এমন সুরভী ফুলে,
কে তোমা আনিয়ে তুলে,
দিবে উপহার।

৪

সে দেশে প্রকৃতি রাণী,
দেয় অভিনব আনি,
প্রাণের উল্লাসে।
রবি শশি জাগে, ডুবি,
চাঁদের আলোক লবি,
প্রকৃতি নিবাসে।

৫

না গো না সে দেশে নাই,
এ দেশে যা আছে ভাই,
সুখের সাধের।
দিবে না বিতরি তোরে,
হৃদয় মোহিত করে,
প্রীতি মহতের।

৬

এ যোগী এ তপস্যার,
সে দেশে ধারে না ধার,
ডাকিবে না আয়!

থাক্ তুই কোথা যাবি ?
এ খেলা কোথায় পাবি,
কে পড়িবে পায় ?

৭

দিবে আশা পূর্ণ প্রীতি,
জগতের নিতি নিতি,
নূতন উল্লাস।
থাক এ সাধের হাটে,
যমুনা জাহ্নবী ঘাটে,
পাইতে আশ্বাস।

৮

দাঁড়া ভাই! ধরি পায়,
এ জগতে সবে চায়,
তোর সহবাস।
যাস্ নে মিনতি রাখ,
দিন কত হেথা থাক,
ঢেলে দিয়ে আশ।

৯

সংসার উদাসী যারা,
তারা হবে আত্ম-হারা,
তোমারি বাতাসে।

মোহিয়া ভবের নরে,
বিতরি পেলব করে,
দাও গো আশ্বাসে।

---*---

সাদর সম্ভাষণ।

১

এস আজি অন্তনর্ষ! শত সুধা ঢেলে!
এতদিন ঘুরে ঘুরে,
গিয়েছিলে কত দূরে,
আশা, সাধ, সুখ, প্রেম, কতখানি পেলে?

২

কে দিল ঢালিয়া প্রীতি তোমার আননে।
কেতকীর রূপ ছটা,
বসন্ত মাধুরী ঘটা,
বসিয়ে তরুর ছায় ছিলে কার সনে?

৩

কে দিল যতন করি গেঁথে পুষ্পহার।
শত কোটী শতদলে,
গোলাপ চামেলী দলে,
কে দিল গাঁথিয়া মালা শত করে তার?

৪

কত খানি পেলে ভাই ! শারদের হাসি।
চাঁদিমা সোহাগে গলে,
কত সুধা দিল ঢেলে,
কি কথা শু'নায়ে দিল ছোট তারা রাশি ?

৫

কত মধু পেলে মরি ! ধরণীর বুকে।
প্রকৃতি সাজিয়া ফুলে,
কত হিয়া দিল খুলে,
কত সুধা দিল ঢেলে তার হাসি মুখে ?

৬

কত গান শুনে এলে পুরবী রাগিনী,
পীযুষ মাখিয়া গীতি,
ঢেলে দিল কত প্রীতি,
নীরবে ধরনী বুকে বনবিহগিনী।

৭

কত হাসি দেখে এলে বিজন কাননে।
সরল সৌহৃদ্য বশে,
কত কলি গেল খসে,
কত অশ্রু ব'য়ে গেল প্রেমের মরণে ?

৮

কত মাখা মাখি পেলে ভালবাসা বাসি।
সুখের সমীরন সনে,
ঘুরে এলে বনে বনে,
সে কেমন ঢেলে দিল সুষমার রাশি ?

৯

এস ভাই! বস বস পেতেছি আসন।
গুটী ছুই সমাচার,
ক'য়ে যাও একবার,
ভাসিল কাহার নীরে তোমার আনন ?

১০

জলদ ঢালিয়া দিল কত অশ্রুধারা ?
হ'ল তার প্রতিধ্বনি,
কত তাহা বল শুনি,
কত সুধা ঝরাইল বুকখুলে তারা ?

১১

কত কাঁদা দেখে এলে ধরণীর বুকে।
পতি শোকে আত্মহারা,
পুত্র শোকে বেঁচে মরা,
চেয়ে ছিল তোর পানে মসী মাখা মুখে ?

১২

কতগুলি বেঁধে দিলে ধরে হাতে হাত !
দম্পতীর সম্মিলনে,
কত প্রীতি পেলে মনে,
কত স্নেহ পেলে ভাই ! কত আশীর্ব্বাদ ?

১৩

কে দিল ঢালিয়া হাসি, কে দিল হৃদয় ?
কে দিল মাখিয়া প্রীতি,
কে নিল তুলিয়া স্মৃতি,
কে দিল শ্মশানে ডালি হইয়া অক্ষয় ?

১৪

পেতেছি যে প্রীতি মাখা আসন আনিয়া,
এইখানে বসি বসি,
বলে যাও দশদিশি,
অবনীর প্রতি স্তর আত্মা মাতাইয়া।



ওতো আমাদের।

১

কাছে এলে ফিরে বসা—
বসনে আবরি মুখ।
"ছোঁবনা—ছোঁবনা" যেন
গ'রবে পুরিত বুক।

২

ও কিছু কহিলে কেন,
ফিরায়ে বদন খানি
অমনি সরিয়া যাও?
এত কিরে অভিমানী!

৩

ছায়া টুকু ছুঁতে হবে
অমনি তফাতে যাও।
দুই চোখে এক হবে
ভয়ে ভূমে সদা চাও।

৪

ওকি এত অশ্রদ্ধেয়
ডর কি কিছুই নেই।

তুমি যে মাটীতে গ'ড়া
ওরো দেহে মাটী সেই ।

৫

অস্পৃশ্য অশ্রদ্ধা হেয়
হোক্ শত অবজ্ঞায় ।
খ্যাতি—কীর্ত্তি-আলো বিনে
থাক্ শত অন্ধকার ।

৬

অমর বাতাস মিলি
দেবের শোনিত দিয়া ।
এক উপাদানে তবু
গঠিত হয়েছে হিয়া ।

৭

হীণ—পঙ্গু-পরদাসে
এত কিগো ঘৃণা ভরা ।
তোমারো রয়েছে যাহা
ওরো তাই পূর্ণ ধরা ।

৮

ওর তরে উঠে রবি
উজলিয়া দশদিশি ।

উহারো চাঁদিমা উঠে
ঢালিয়া জোছনা রাশি।

৯

আকাশে সাঁঝের তারা
মিটি মিটি রয় চেয়ে।
প্রকৃতি দাঁড়ায় আসি
শুভ্র জোছনায় নেয়ে।

১০

উহারে আরাম দিতে
সমীরণ বয়ে যায়।
ঢালিয়া পীযুষ ধারা
বিহগেরা গান গায়।

১১

ফুল গুলি ফুঁটে উঠে
ছড়ায়ে সুবাস তার।
প্রকৃতি আমোদ দেয়
আলোকিয়া চারিধার।

১২

বসন্ত, বরষা, শীত,
শরৎ, হেমন্ত, আর

গ্রীষ্ম ষষ্ঠ ঋতু আসে
বছরের প্রতিবার ।

১৩

নীরদের গরজন
উহারো হৃদয়ে ভাসে
বরিষা বারির কণা
উহারো নিকটে আসে

১৪

আছেতো বাসনা, আশা,
সুখ, প্রেম, সাধ, স্মৃতি
উহারো হৃদয়ে রয়
সরল প্রণয় প্রীতি ।

১৫

ও জানে বাসিতে ভাল
আদর যতন সবি ।
সকলি রয়েছে যদি
তবু ওর দূরে রবি ?

ঘ—

১৬

এজগতে কিষে ছাড়া
তাই পায় যাবে ঠেলি।
কাঁদিলে ও উঠাবেনা—
হাত দুটী ধরি তুলি।

১৭

এসেছ যে দেশ হ'তে
যে দেশে পেতেছ ঘর।
ওতো তা'রি পাশে আছে
ধরিয়া "আশীষ বর"।

১৮

ফেলি এ সাধের মেলা
ধুলিতেই মিশাইবে।
একই শ্মশান শিরে
দুটী দেহ মিলাইবে।

১৯

একই মরণ গীতি
এক বীনা ঝঙ্কারিয়া।
এক দেশে হবে যে'তে
এ জগত পাশরিয়া।

২০

ঈশ্বর ওকে ও ল'বে
আপনার কোলে করি।
এক গীতি গে'তে হ'বে
মরণ শ্মশানে "হরি"।

—(০):০:(০)—

একাকী।

১

চির দিন জগতে একাকী
সেকি খেলা দু'দিনের ফাঁকি।
দু'দিনের সেই খেলা,
সহসা ভাঙ্গিল মেলা,
অকস্মাৎ উঠে যথা বিজলী চমকী।
সুধু ভুল ভুল ময়,
স্নেহ প্রেম সমুদয়,
ঘোরে হৃদয়ের আশা ভুল প্রাণে থাকি

২

একাকী যদ্যপি চিরদিন।
তবে কেন সুখের বিপিন।

তবে কেন সুখ ভরা,
হয়ে ছিল এই ধরা,
আজ কোথা সেই প্রাণ প্রীতির সুদিন।
একাই জীবন যদি,
চির একা যদি বিধি!
চির একাকিনী যদি তাঁর হবে রাতিদিন।

৩

তবে কেন চির তরে তাঁর।
সে স্মৃতি জীবন অন্ধকার?
কার স্মৃতি ঢেলে দিয়ে,
হায়! কা'র মাথা খেয়ে,
চির জীবনের তরে হয়েছে আঁধার।
একাই জীবন তাঁর,
চির দিবা অন্ধকার,
একাই বহিবে তাঁর নয়নের ধার।

৪

ছয় ঋতু বরষের মাঝে
আসিবেনা তাঁর কোন কাজে।
কাঁদিলেনা করে মানা,
বিষাদেও হাসাবেনা,

সুখ দুঃখ বিষাদেতে আসিবেনা কাছে।
যে কাঁদিত দুখে তাঁর,
যে মুছাতো অশ্রুধার,
সে শশী সাঁঝের নভে পশ্চিমে মিশেছে।

৫

একা সে যে জগতের কোণে।
সবি পর এধরা-ভুবনে।
ফুলের সৌরভ হারা,
মলয়-বাতাস ছারা,
অদূরে বেঁধেছে ঘর শূন্য নিকেতনে।
ফুটেনা চাঁদের হাসি,
উঠেনা তারকা রাশি,
ঢালেনা পীযুষ ধারা বিহঙ্গ শ্রবণে।

৬

একা তাঁর যদিই জনম।
একা যদি নিতান্ত মরণ।
"শ্মশান" রচিয়া করে,
ঘুমাবে জীবন তরে,

তাঁহার জীবন্তে একা রহিবে ভুবন।
পায়নি ধরার স্নেহ,
দেয়নি মমতা কেহ,
যোজন সহস্র দূরে তাঁর নিকেতন।

৭

সুধু এক তাঁহারি বিহনে।
সবি "পর" এধরা ভুবনে।
সে যখন ছিল তাঁর,
ছিলনা এ অন্ধকার,
"পর" তাঁরে ভাবে নাই কারো কোন মনে।
এখন সে নাই ভবে,
কেই বা আপন র'বে,
কেহনা ডাকিবে কারো কোন প্রয়োজনে।

৮

অদূরে জীবনাবাস তাঁর।
অদূরে উপান্ত জীবনার।
তাইরে তাঁহারি ধ্যানে,
সাধনা ধরিয়া প্রাণে,

পূজিছে চরণ বসি প্রীতি ভরা যাঁর।
এ হেন সাধনা ভরা,
জীবন অমর করা,
হ'লে কোটি পরমায়ু কি দুঃখ তাঁহার

৯

দিন যেন যায় সাধনায়।
সাধনাতে জীবন কাঁটায়।
সে স্বর্গীয় রশ্মি দিয়া,
সাধনারে আলোকিয়া,
স্বরগের পথ তাঁর ওই দেখা যায়।
যে ক'দিন র'বে ভবে,
এই সাধ সাধনায় র'বে,
এই সাধনাতে যেন জীবন কাঁটায়।



আঁধারে।

আঁধারে জনম যদি
আঁধারে রহিবে একা।
সে ছিল মেঘের কোলে
একটু-দিয়েছে দেখা।

ভীষন আঁধার কোলে
আঁধারেতে জড়ায়েছে।
একটু চমকী সেতো
আকাশেতে মিশিয়েছে।
অমূল্য সে রত্নরাজী
পথ ভুলে এসেছিল।
নিবিড় আঁধার ঝড়ে
আঁধারেতে মিশাইল।
ফুঁটে ছিল কচি গাছে
গোলাপ চামেলী সনে।
মারুৎ সঞ্চার ভরে
মিশিয়াছে ভূমি সনে।
অকুল জলধি মাঝে
ঢেউ কণা ডুবিয়াছে।
আকাশের তারা খসি
ডুবেছে জলধি মাঝে।
প্রতীচীর নীলাকাশে
ডুবিল তপন রবি।
জলেতে মুছিয়া গেছে
অফুট কালীর ছবি।

সকলি আঁধারে ছিল
আঁধারেই হ'ল লীন।
আঁধার তোমারি তরে
অন্ধকার রাত্তি দিন।
আঁধারে আঁধার তব
অন্তিমের পর পার।
কি দুখ তোমার ভবে
আঁধার তোমারি সার।
চির দিন র'বে সেযে
"আপন" কহিতে তোর।
যা'ছিল চাঁদের আলো
উষাতে হয়েছে ভোর।
অনন্ত তোমারি তরে
আঁধারে ঘিরিয়া রবে।
নয়নের দুটী ফোঁটা
আঁধার বহিয়া রবে।
আঁধারে তোমার সনে
সবাকার পরিচয়।
আঁধারে জনম যদি
তবে কেন এত ভয়।

চেওনা ফিরে।

১

যেতেছ চলিয়া যাও
যেতেছ ধীরে।
আমার মাথাটী খাও
চেওনা ফিরে।

২

চেওনা এ মুখ পানে
অবজ্ঞা ভরে।
থাক বা না থাক হেথা
যাও হে সরে।

৩

চাবে শুধু আড় চোখে
কবে না কথা।
সুধাবেনা এক বার
হৃদয় ব্যাথা।

৪

অমনি সরায়ে মুখ
(মোরে) ভাসাবে নীরে।

আমার মাথাটী থাও
চেও না ফিরে ।

৫

আমাকে চাহিয়া দেখে
শারদ-শশী ।
আমাকে চাহিয়া দেখে
জোছনা-নিশি ।

৬

মোর পানে রয় চেয়ে
স্বরগ-তারা ।
দূরে কেন সরে যাও
তোমরা কারা ?

৭

মন্দাকিনী উর্ম্মিমালা
উছলি বহে ।
কাননের বিহঙ্গম
সঙ্গীতে মোহে ।

৮

মৃদুল পবন মোরে
বহিয়া যায় ।

প্রকৃতি পেলব কবে
পরশে কায়।

৯

ফুল গুলি দলে দলে
নীহার মাখি।
মোর পানে হাসি মুখে
উত্তোলে আঁখি।

১০

বিজলী ছড়ায় হাসি
হৃদয় খুলি।
বরিষা মিশায় মোরে
আপনা তুলি।

১১

জানিনা তোমরা-কারা।
বসতি কোথা?
এসনা নিকটে মোর
দিওনা ব্যথা।

১২

নীরবে জনম মম
ঝরিয়া যেতে।

এসনা নিকটে মোর
  বেদনা পেতে।

১৩

নীরবতা সুখ রাশি
  হৃদয় ভরা।
নীরব দেহটী মম
  যতনে গড়া।

১৪

নীরবে বহিবে হাসি
  নীরবতা ল'য়ে।
নীরবে জীবন মোর
  নীরবতা স'য়ে।

১৫

শ্মশান সৈকত-বুক
  জাহ্নবী তীরে।
গাইবে মরণ গীতি
  মলয় ধীরে।

১৬

এথা হ'তে যাও সরে
সহস্র কিরে।
আমার মাথাটী খাও
চেওনা ফিরে।

সবি ভুলে

তোমারি শুকানো ভুলে
হেসেছিলে হায়!
তোমারি শুকানো ভুলে
এসেছিল আশা।
তোমারি শুকানো ভুল
জগতের গায়।
তোমারি শুকানো প্রেম
প্রণয় পিপাসা।
তোমারি শুকানো তন্দ্রা
অলীক স্বপন।

তোমারি শুকানো সাথে
গে'য়ে ছিল গান।
তোমারি শুকানো ভুলে
এ মর ভুবন।
তোমারি শুকানো ভুলে
তোমারি পরাণ।
তোমারি শুকানো নভে
ফুটে ছিল চাঁদ।
তোমারি শুকানো নভে
হেসেছিল তারা।
তোমারি শুকানো হৃদে
ধরেছিলে ছাঁদ।
তোমারি শুকানো আলো
ছায়া আত্মহারা।
তোমারি শুকানো প্রাণে
মলয় অনিল।
তোমারি শুকানো প্রাণে
ফুটেছিল ফুল।
তোমারি শুকানো প্রাণে
আঁধার নিখিল।

তোমারি শুকানো হৃদি
ভরা কত ভুল।
তোমারি শুকানো "বর"
শুকানো "আশীষ"।
তোমারি শুকানো দেহ
বিশাল মহীতে।
তোমারি শুকানো ভব
গড়ি জগদীশ।
তোমারি শুকানো ভবে
মরম ঝরিতে।



ওকে সুধায়।

১

ও কেন সুধায় মোরে
"কহ কারে হাসি কয়!"
ও কেন সুধায় ভাষা
সুধু বিভীষিকাময়।

২

ও কেন অমনি ভাবে
মুখ পানে রয় চেয়ে ।
ও কেন পিছনে থাকি
মলিনীমা রয় স'য়ে ।

৩

ও কেন সাঁঝের বেলা
চাহে আকাশের পানে ।
ও কেন মরম গীতি
ঝঙ্কারে শতেক তানে ।

৪

ও কেন গো অনিমেষে
গণে জলদের ধারা ।
ও কেন বিদ্যুত বেগে
হয় এত আত্মাহারা ।

৫

ও কেন শুনিলে হাসি
অমনি সরিয়া পরে ।
ও কেন "কেমন হাসি ?"
আবার জিজ্ঞাসা করে ?

৬

ও কেন এলায়ে চুল,
বাঁধেনা সাধের খোপা।
ও কেন তুলেনা ফুল
বেলী যুঁই থোপা থোপা।

৭

ও কেন গাঁথেনা হার
পরিতে আপন গলে।
ও কেন বাঁধেনা তোড়া
ধরিতে হৃদয় তলে।

৮

ওর মুখে নাই হাসি
নাই মুখে কোন কথা।
ও কেন আপন-ভোলা
শুনেনা পরের ব্যথা।

৯

ও কেন নক্ষত্র গণে
চাহিয়া আকাশ পানে।
ও কেন মলয় সাথে
মিশায় আপন প্রাণে।

১০

ও কেন তমসা রেতে
প্রকৃতি নিহারি রয়।
ও কেন অমনি ভোরে
এতই পাগল হয়।

১১

ও কেন আঁধারে থাকি
আঁড়ালে গাইয়া গীতি
ঢালে আপনার প্রাণ
ঢালে হৃদয়ের প্রীতি।

১২

ও কেন এমনি ভাবে
এক কোণে সরে রয়।
ও কেন সুধায় ভাষা
সুধু বিভীষিকাময়।



ভগ্ন বীণা।

১

ও কি বীণে! ভাঙ্গা সুরে
ভেঙ্গে দিলি তান।
মরমে মরমে গীতি,
নাই মধু নাই প্রীতি,
বিষাদ মাখানো আজি
কেনরে পরাণ!
কোন গীতি গেয়ে গেয়ে,
ভেঙ্গেছে তোমার হিয়ে,
আজি কি করুণ স্বরে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান।
কেঁপেছিল তোর রবে
কাহারো পরাণ?

২

ও গীতি গেওনা আর
যাও ভুলে যাও।
ভাঙ্গা হৃদি ভেঙ্গে দিয়ে,
ভগ্ন প্রাণ বিদরিয়ে,

কি হবে তোমার লাভ ?
　　মোর মাথা খাও !
　　জগতেরে দিতে ব্যথা,
　　এ গীতি শিখিলে কোথা,
মরমের তন্ত্রি ছিঁড়ে
　　আকাশে উধাও।
　　পূরবী রাগিনী ভুলে,
　　এ কিসের তান তুলে,
গে'তেছ যে অবিরাম
　　কোন সুখ পাও ?
ও কি আজি ভাঙ্গা সুরে
　　কোন গীতি গাও ?

৩

কার প্রাণ ভেঙ্গে গেছে
　　হয়ে শত খান ?
　　শুনিয়ে তাহার গীতি,
　　পে'তে সুখ পে'তে-প্রীতি,
ধরেছ আজিকে ওকি
　　অভিনব তান !

হৃদয় বিহীন স্বরে,
সে কেনরে গান করে,
ভাঙ্গা প্রাণে ভেঙ্গেছে কি
তাহার পরাণ ?
কাহার হৃদয় ভরা,
ভাষাহীন ভীম স্বরা,
কাহার হৃদয় ভরা
এমন শ্মশান ?
শত বজ্রাঘাত শিরে,
পরিয়াছে কার কিরে ?
কার প্রাণ ভেঙ্গে গে'ছে
হয়ে শত খান ?
কাহার আশার বেশ,
এই দিনে হ'ল শেষ,
কাহার সাধের খেলা
হল সমাধান ?

কার বিসর্জ্জন।

১

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী নিশি
প্রভাতের সনে।
ঊষার কিরণ রেখা,
নভে দিতেছিল দেখা,
আধ আধ ঘুম ভাঙ্গা
ঊষার আননে।
মন্দ মৃদু বহি বায়,
চলেছিল ধরাকায়,
সোহাগে চুমিয়া দিয়া
সাধে ফুলবনে।
বিহগেরা ভগ্ন স্বরে,
"ভুল ভুল" তান ধরে,
গে'তে ছিল নিস্তব্ধতা
ভাঙ্গিয়া কাননে।
মিশাইয়া কলকণ্ঠে
খদ্যোতের সনে।

২

ঝির ঝির সমীরণ
ধরিয়া রাগিণী।
আধ খোলা জীর্ণ ঘরে,
নীরবে প্রবেশ করে,
মিশায়ে দু' কোঁটা চারি
জলদের বাণী।
প্রকৃতি বিহ্বল ময়,
কত কি স্বপনে কয়,
সহসা কি সারা মোরে
ধীরে দিল আনি।
পুনরায় ভীমস্বরে,
নিস্তব্ধ সে প্রকৃতিরে,
ভাঙ্গাইয়া সমরোলে
"হরি বোল" ধ্বনি।
অস্ফুট পশিল কানে,
মরমেরি শত তানে,
ভাঙ্গায়ে সে আধ ভাঙ্গা
প্রভাতী রজনী।

বাতায়ন পাশে আসি,
দেখিনু আঁধার রাশি,
ভাঙ্গিয়া আঁধার রাশি
দেখিনু অমনি।
শুনিনু সে ভীম রবে
"হরিবোল" ধ্বনি।

৩

পরলোক কোলাহলে
উঠিছে গর্জ্জন।
অমূল্য দেহটী তা'তে,
স্বজন চলেছে সাথে,
কাহার প্রাণের আশা
দিতে নিমগন।
অতি যত্নে অতি স্নেহে,
আবরি অমূল্য দেহে,
চলেছে শ্মশান পরে
করাতে শয়ন।
কাহার প্রাণের "আশা"
কার বিসর্জ্জন!

৪

কাঁপিল ভীষণ দাপে
মর ত্রিভুবন।
উষার কিরণ রেখা,
আধ নাহি দিতে দেখা,
ভাঙ্গিল কাহার ঘুম
সুখের স্বপন।
কার আধ-কচি প্রাণ,
হয়ে গেল বলিদান,
কাহার জীবন উষা
হ'ল সমাপন।
না ফুঁটিতে না উঠিতে,
চে'য়ে আখি নিমিলিতে,
অদূর শ্মশান পুরে
হইল শয়ন।
কাঁপিল ভীষণ দাপে
মর ত্রিভুবন।

৫

কে এ ভবে এসেছিল
পাষাণ এমন।

কোন হতভাগ্য হায় !
　　না ফুঁটে ঝরিয়ে যায়,
না ফুরাতে খেলা কার
　　ভাঙ্গিল স্বপন।
　　তারো খেলা করি শেষ,
　　কা'রে দিল দীন বেশ,
কাহার মুছালো হাসি
　　ঝরাতে নয়ন।
　　সাধ সুখ মূল আশা,
　　মুছে দিল ভালবাসা,
ধুইয়া সুরভী বাস
　　জনম মতন।
কে এ ভবে এসেছিল
　　নিঠুর এমন !

৬

না মিশিতে তমসার
　　অনন্তের দেশে।
　　হায় ! না ভাঙ্গিতে ঘুম.
　　ঝরে গেল সে কুসুম,

শুকালো জীবন মালা
অকাল নিমেষে।
সাঁজায়ে বিধবা সাজে,
এক কোণে ধরা মাঝে,
অন্তিম জীবন করি
অনন্তের দেশে।
অন্তিম জগত রবে,
শোক ব্যথা বুকে ল'বে,
গোপনে মিশিল কোথা
লইয়া হরষে।
চলিল সে কত দূরে
সপি চির বেশে।

৭

আবার অদূরে সেই
অস্ফুট ধ্বনির।
"হরি বোল হরি বোল"
এক তানে সমরোল,
ভেঙ্গে দিল স্তব্ধতার
উষা যামিনীর।

কাঁপিল ভীষণ দাপে,
শতবার শত পাপে,
ভাঙ্গিল স্বপন ভবে
সপিয়া স্মৃতির।
কার হল সারাসার
নয়নের নীর।

—(০)ঃ০ঃ(০)—

অভিলাষ।*

১

দেবি!
হও চির আয়ুস্মতী!
অপার্থিব গুণরাশি।
হৃদয়ের শত তানে
উঠিছে উছলি ভাসি।

---

* শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুতা—ক্ষীরোদ বাসিনী সেন মহাশয়ার পুত চরিতা ও পরোপকারিতা দৃষ্টে তাঁহার উৎসর্গে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পিত হইল।

২

জীবনের স্রোত বেগে
উঠেছিল যেই ঢেউ।
"সুখ সাধ আশা" ল'য়ে
বলিতে পারে কি কেউ ?

৩

অনন্ত অবনী বক্ষে
ডুবে গেছে কোন পারে।
পথ রোধ করি কেহ
রাখিতে—কি পারে তারে ?

৪

যদিও জগতে তব
নাহিক আশার আশা।
স'পেছ শ্মশানতীরে
'সুখ সাধ ভালবাসা"।

৫

যদিও নাহিক সুখ
যদিও নাহিক হাসি।
তবুও দেখিতে পাই
ভগন জোছনা রাশি।

৬

যদিও হৃদয়াকাশে
ফুটেনা চাঁদের আলো !
যদিও হৃদয় তব
ঘিরেছে তামসী কালো।

৭

যদিও সুবাস হীনা
কুসুম ঝরিয়া গেছে।
যদিও ফুটেনা তা'রা
গোলাপ চামেলী গাছে।

৮

যদিও বসন্ত, শীত,
শরৎ হেমন্ত তা'রা।
আসেনা এ পথে হেরি
নিয়ত বরিষা-ধারা।

৯

যদিও মলয় বায়
এ পথে আসেনা আর।
যদিও ঘিরেছে হৃদি
তমাসায় চারিধার।

১০

তবুও হৃদয় তলে
ফুটেছে হিতের ফুল।
সাধিয়া পরম ব্রত
উজ্জ্বল করিতে কুল।

১১

বেঁচে থাক পরহিতে!
প্রাণের কামনা এই।
তবু তো অনেক আছে
যদি ও কিছুই নেই।

১২

বিধির আশিষে দেবি!
হবে আদর্শের স্থল।
হ'বে ভবে অদ্বিতীয়া
ভবের হিতের বল।

১৩

তুমিও আপন গুণে
বল দেবী "বেঁচে থাকি।"
রহিবে ভবের হিতে
সদাই ভবের লাগি।

১৪

সবাই তো বাসে ভাল
　　মোহিয়া তোমার গুণে
সবাই আদর করে
　　ভুলিয়া আপন মনে।

১৫

তাই বলি তাই দেবি !
　　না জানি কি পাইয়াছ।
না জানি কি সাধনায়,
　　সদা তুমি ডুবে আছ।

১৬

অমূল্য তোমার প্রেম
　　অমূল সাধনা হবে।
অমূল্য সে নিরাকারে
　　সতত ডুবিয়া র'বে।

১৭

ধন্যা হস্ত ধরাধামে
　　খ্যাতি হো'ক চরাচরে।
তোমার অদর্শে যেন
　　সেই স্মৃতি মনে করে।

১৮

সাবিত্রী, উর্ম্মিলা, শৈব্যা,
দময়ন্তী, পতিব্রতা।
প্রাতঃস্মরনীয়া নামে
জগত ভরিয়া গাঁথা।

১৯

হও তুমি সেই মত
প্রাতঃ স্মরনীয়া নামে।
মিশাবে তাঁদের সনে
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধামে।

২০

এ ব্রতের যোগ বলে
"সত্য" অনুষ্ঠান করি।
পাইবে সে দেশে যেতে
অমর-সাধনা-তরী।

২১

যা হ'বে তা হ'বে দেখি!
বিস্তৃত জগত ক্ষেত্রে।
আমি যেন একবার
নিহারিতে পারি নেত্রে।

২২

আকাঙ্ক্ষিত জীবনের
এইমাত্র সুধু আশ।
পূরে যেন ভবে থাকি
জীবনের অভিলাষ।

২৩

ক্ষুদ্র আশা কল্পনাতে
মিশাইয়া ফুলগুলি।
এনেছি গাঁথিয়া হার
তব পায় দিব বলি।

২৪

লহ দেবি প্রসারিয়া
হাত দুটি "স্মৃতি" তার
আনিয়াছি দিব বলি
গাঁথিয়া এ ফুলহার।



বলোনা।

১

বলোনা তুলিয়ে তান,
গাইতে স্বপন গান,
দিয়ে শত কিরে।
জাননা সুধাও তাই,
আমি যে কি গীতি গাই,
শত বার ফিরে।

২

মলয় বাতাস সনে,
ভুল ভরে আনমনে,
ছিঁড়ে যাবে তার।
বীণাটী অজ্ঞান ভরে,
যদিরে মুরছি পরে,
বাজিবে কি আর!

৩

আঁধারিয়া দশ দিশি,
গিয়াছে আকাশে মিশি,
স্বপনের ভুল।

নীরবে চাপিয়া থাকি,
তুমি ভুলে ভেঙ্গে ফাঁকি,
কেন দাও ভুলে।

৪

সমীরের ঝির ঝিরে,
আঁধারে মিশেছে ধীরে,
অনন্তের গায়।
অতল জলধি নীরে,
ডুবিয়া গিয়াছে ধীরে,
কেন ভুল হায়!

৫

গোলাপ চামেলী বাঁসে,
সে আমার শত আশে
গিয়াছে শুকায়ে।
কানন বিহগ রবে,
মিশিয়াছে সে নীরবে,
আঁধারে লুকা'য়ে।

ছ—

৬

প্রকৃতির শোভা ভুলি,
সে আমার গে'ছে খুলি
স্বপন করিয়া।
গে'তে চাই কত বার,
সে গীতি আসেনা আর,
যে'তে পাশরিয়া।

৭

চাঁদের জোছনা সাথে,
বাঁধিয়াছি তার হাতে,
ডুবিতে গগনে।
আকাশের গ্রহ-তারা,
হ'য়েছিল আত্মহারা,
সে গীতের সনে।

৮

বসন্ত শরৎ যায়,
তারে নাহি ফিরে পায়,
নিরাশা অন্তরে।
বরষা, বিহনে তার
—হয়ে যায় অন্ধকার
বারি ধারা ঝরে।

৯

সকলেই আসে যায়,
ফিরে ফিরে তারে চায়,
তাহারি মরম।
সে যে কবে মিশিয়াছে,
অনন্ত আধার পাছে,
ডুবিয়া সরম।

১০

বিস্মৃতী দিয়াছি যারে,
তোরা কেন বারে বারে,
তুলিস্ তাহায়।
ভাঙ্গিলে এ ক্ষুদ্র হৃদি,
সে নাহি আসিবে যদি
কেন ভুল হয়!

১১

শোণিত ধুইয়া তুলি,
আসিবেনা সেই বুলি,
স্বপনের গান।

প্রতি স্তর প্রতি শিরা,
হয়েছে তাহারে হারা,
আমার পরাণ।

১২

প্রতি লোম কুপে কুপে,
মিশিয়াছে এক স্তুপে,
সেই এক গীতি।
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গিও না,
কেন ভাঙ্গ ভগ্ন বীনা,
সুধু আছে স্মৃতি !

—(০)ঃ০ঃ(০)—

তাইতো হইবে।

তুমি যাহা কর প্রভু ! তাইতো হইবে।
কর ইচ্ছা দিবারাত,
কর ইচ্ছা বজ্রপাত,
কর ইচ্ছা সুপ্রভাত তোমার এ ভবে।
তুমি যাহা কর প্রভু ! তাইতো হইবে।

২

তুমি যাহা কর প্রভু! তাইতো হইবে।
রাখ ঢাকা কুহেলিকা,
করে দাও কালী মাখা,
ঢেকে দাও নভোগজে রবি শশী সবে।
তুমি যাহা কর প্রভু! তাইতো হইবে।

৩

তুমি যাহা কর প্রভু! তাইতো হইবে!
দাও বা না দাও বায়ু,
কেড়ে লও পরমায়ু,
ঝরাও কুসুম কলি কাননে নীরবে।
তুমি যাহা কর প্রভু! তাইতো হইবে!

৪

তুমি যাহা কর প্রভু! তাইতো হইবে!
জলধি অতল জলে,
ডুবাও এ ধরাতলে,
তোমার অনন্ত সেতো ভাবিয়া ডুবিবে।
তুমি যাহা কর প্রভু! তাইতো হইবে!

৫

তুমি যাহা কর প্রভু ! তাইতো হইবে !
অনন্ত তোমারি স্মৃতি,
অনন্ত হে বিশ্ব পতি !
অনন্ত অসীম তব আঁখি নিরখিবে।
তুমি যাহা কর প্রভু। তাইতো হইবে।

৬

তুমি যাহা কর প্রভো ! তাইতো হইবে
তুমিই রেখেছ ধরি,
রাখ ইচ্ছা ফেল হরি !
তোমার ইচ্ছার দান জগতের সবে।
তুমি যাহা কর বিভো ! তাইতো হইবে !

৭

তুমি যাহা কর প্রভো ! তাইতো হইবে।
হোক্ পূর্ণ মনোরথ,
মোদেরি মঙ্গল পথ,
তোমারি বাসনা শুভ বাসনার ভবে।
তুমি যাহা কর বিভো ! তাইতো হইবে।

৮

তুমি যাহা কর প্রভো ! তাইতো হইবে।
তোমার বিশাল ধরা,
তোমারি বাসনা ভরা,
তোমারি মঙ্গল সেতো আমাদেরি হ'বে।
তুমি যাহা কর প্রভো ! তাইতো হইবে !

শুভ নমস্যা।

১

হাসিতে বাসন্তী শশী প্রাচীর গগণে।
উষার আধের ছায়,
পরিতে ধরার কায়,
গাইতে চন্দনা শ্যামা পাপিয়া বিজনে।

২

প্রভিষেকী গঙ্গা নীরে তুলিনু চামেলী।
মাধবী গোলাপ জাতী,
সেফালি মল্লিকা যুথি
সেউতী টগর চাঁপা শতদল বেলী।

৩

স্বর্ব্বাপী সৈকতে এই আমার অঞ্জলী।
চন্দন লেপিয়া আজি,
এনেছি কুসুম রাজি
উষা সমাগমে আজি এ নমস্তা বলি!

৪

ঢালিছে করুণা তব প্রকৃতির হিয়া।
শুভ এ উষার মুখে,
আনিছে ও নাম সুখে,
সবা'রি হৃদয়ে তুমি রয়েছ জাগিয়া।

৫

ওই তো তোমারি নামে উদিছে ভাস্কর।
গাহিয়া মহিমা তব,
ঢেলে দিয়ে অভিনব,
বহিল মলয়ানিল অবনী উপর।

৬

তটিনী উছলি কহে মহিমা লহরী।
গাইছে দেবের শিশু,
আমি নীচ-হীন-পশু,
আজি এ চন্দন ফুলে দুটী পা'ও ধরি।

৭

গাহিয়া তোমারি গীতি ঢুকেছি জগতে।
অজ্ঞানে আঁধারে থাকি,
তোমারি মহিমা মাখি,
দাও আজি পা'ও দু'টী দেই বক্ষ পেতে।

৮

ক্ষুদ্র এ নমস্কা মম ঠেকিবে কি পায়?
প্রাণের আবেগ দিয়া,
ঢালিয়া সহস্র হিয়া,
পূজিতে বাসনা আজি সৈকত শিরায়।

৯

যত দূর অন্তরালে নীরব গোপনে।
থাক ওগো দয়াময়!
সুধু এ বাসনা হয়,
দুরবল কর পুষ্প ধরিবে চরণে।

১০

সে তোমারে দেয় যাহা তুমিতো তা লও।
আজি এ অসম ফুলে,
অর্পিনু চরণ মুলে,
ধর! সত্য নিরাকারা! যেই দেব হও।

১১

খুদে দুটী সাদা ফুলে চন্দন মাখায়ে।
এসেছি তোমার তরে,
প্রণিপাতি যোড় করে,
ধর এ প্রণাম তব মহিমা জাগায়ে।

১২

জানি তুমি দয়াময় জগত ভিতর।
অবজ্ঞা অস্পৃশ্চ বলি,
দিবেনাকো পা'য় দলি,
যদিও এমনি আমি অবোধ পামর।

১৩

রেখেছ তবুও মোরে আপনার পা'য়।
তবে কেন ভীত স্বরে,
"পৃচ্ছা "লবে ?" যোড়করে
সুধাই তোমারে হেন চকিত আত্মায় !

১৪

হোক্ ক্ষুদ্র যুঁই বেলী সুধু পুষ্পনাম।
চন্দন থাকুক থাক্,
না থাকে এমনি যাক্,
খালি হাতে আজি তোমা করিগো প্রণাম।

১৫

লও তুমি "স্বকীয়" না "পরকীয়" ভেবে।
অজ্ঞান অবোধ হই,
তবুও "আমার" কই,
তবু এ প্রণাম মোর দুটী পা'য় নেবে!

কর আশীর্ব্বাদ।

১

যতদিন র'ব ভবে,
তোমার চরণ হবে
আমার আশ্রয়।
শোক দুঃখ মুছে দিয়ে,
আশার বাসনা দিয়ে
তাপ হ'বে লয়

২

জীবনের অন্তরালে,
হৃদয় অতীত কালে,
মুছে যাবে ধারা

কর প্রভো ! আশীর্ব্বাদ !
পূর্ণ কর মনসাধ !
ওহে নিরাকার !

৩

বিজন বিপিনে বসি,
গ্রহ তারা রবি শশী,
সকলি আমার।
বড় জন উচ্চ ভাষ,
তোমারি চরণ-আশ,
জীবনের সার।

৪

এ দেহ এ দেহে র'তে,
আমার আপন ক'তে,
তুমিই তো র'বে।
বিষাদ দুঃখের ভরা,
পাপ তাপ পূর্ণ ধরা,
বুকে তুলে র'বে।

৫

শোক দুঃখ নিরবধি,
তোমারি আশীষ বিধি !
মঙ্গল কারণ !

বাসনা পিয়াসা সুখ,
তোমারি পবিত্র বুক,
আশীষ রতন।

৬

তোমারি আশীষে সবি,
ধরার জলন্ত ছবি,
বর্দ্ধিত আশীষে।
মলয় সৌরভ বহে,
তোমারি আশীষ কহে,
আশীষ নিমেষে।

৭

তোমার আশীষ চির!
পায় যেন এই শির,
স্পর্শিয়া চরণে।
চিরদিন যেই ভাবে,
আজিও আশীষ পাবে,
বাসনার মনে।

জ—

৮

না চাহিতে সবি পাই,
তবুও আশীষ চাই,
এমনি পামর।
তোমারি মঙ্গলে হয়,
তোমারি মঙ্গল ময়,
কেন যাচি "বর"।

৯

দিবা রাতি দাও মোরে,
"শুভস্তু" আশীষ কোরে
কেন চাব আর।
অবোধ পামর বলে,
যাচি সদা পদতলে,
চাল অনিবার!

——:•:——

অভাগী।

১

প্রভাতে উষার হাসি ধরা উজলিয়া।
মাতাইয়া প্রাণীগণে,
মৃদুমন্দ বিলোকনে,
মারুৎ গগন বক্ষে চলেছে ভাসিয়া।
পক্ষী কণ্ঠ কলরব,
ধরণী জাগিছে সব,
উঠিছে সাগর বক্ষ স্নেহে উছলিয়া।
প্রীতির করুণা দানে,
ভকতি একই তানে,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থ ভরা সবাকার হিয়া।
তুমি কে মুছিলে ধারা।
না জাগিতে সব ধরা,
কৃতজ্ঞতা জানাইলে অশ্রুধারা দিয়া।
কেগো তুমি হেন বেশে উঠিলে জাগিয়া?

২

তুমি কেগো শুনি কহ, কাহিনী তোমার !
ওকি হয়ে অবনত,
ভাবিছ কি কতশত,
আঁখি দুটী—জলেভরা বুঝেছি এবার !
সাদা সিঁথি সাদা বেশ !
মরি ! আলুথালু কেশ,
ছাই পরিয়াছে তব সুখের সংসার!
উহুহু ! এ কচি ফুলে,
কে দিল গরল ভুলে,
কে দিল জনম করে চির ছার খার।
বুক ভরা এই চিতা,
সাজায়েছে মাতা পিতা,
তুষার অনল দিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার।
"বিবাহ" কি না বুঝিতে জীবন অসার।

৩

আয় গো অভাগী মেয়ে ! আয় কাছে সরে !
ভীষণ পিশাচ দেশে—
হা বালিকে ! একিবেশে ?
কিসে সবে অভাগিণী মায়ের অন্তরে।

না হ'তে শৈশব খেলা,
সারা দিনে এক বেলা,
যে আহার সারা দিনে পেট নাহি ভরে।
"হবিষ্যান্ন" তারে হায়!
হৃদয় ফাটিয়া যায়,
পিতা মাতা না সঁপিতে অপরের করে।
না কহিতে "হবিষ্যান্ন" বালিকার তরে।

৪

আশৈশব একি ব্রত এর কিবা নাম?
পতি না চিনিতে হায়!
আগে হবিষ্যান্ন খায়,
একি শ্রম না বুঝিতে একটু আরাম?
"অনশন" তার তরে,
আতঙ্কে পরাণ ও'রে,
একিগো পিশাচী মেলা পিশাচের ধাম।
ভোগ সুখ, সাধ, আশা,
কোথা র'বে ভালবাসা,
আসিবে কি তার মনে স্বকাম নিকাম!
পিশাচের মেলা বসে "হবিষ্যান্ন" নাম।

৫

বিশ্ব তত্ত্ব লিখনীতে এ লিখা কি ছিল।
জ্বলন্ত অনল করি,
জীয়ন্তে পুড়ায় ধরি,
নাহ'তে আয়ুর শেষ এ মর অখিল।
যে বোঝেনা উসপর্য্যা,
সে কি বুঝে ব্রহ্মচর্য্যা?
সেকি বুঝে কোন ব্রত ভরা এ নিখিল।
বুকে এক চিতা ঢাকা,
জীয়ন্তে চিতায় রাখা,
নিঠুর কাহার সাধে চিতা সাজাইল।
এমন কঠিন রীতি কেবা নিরমিল ?

৬

কেমনে পালিবে শিশু ত্রিদিব নিকাম।
যে বোঝেনা কোন পাপ,
যে জানেনা মনস্তাপ,
যে মাখে ধূলার কণা হেসে অবিরাম।
সে সাধিবে ? কিবা সাধ্য ?
কিযে খাদ্য কি অখাদ্য,
হায় ! না বুঝিতে ভবে কিবা কার নাম।

এ কিসের যজ্ঞ বেদ্
তাহাতে তো নাহি খেদ ?
ঝাঁপায়ে অনলে পশি লভ'য়ে আরাম।
সেই তো গো কচি শিশু ! তোমারি নিকাম।

শ্মশানে।

১

তটিনীর পর পার ওই দেখা যায়।
ওকি ও অনল ধুমে,
আধ ভগ্ন আধ ঘুমে,
কাহার কনক দেহ উঠাল চিতায়।
একতানে সমস্বরে,
"হরি" নাম রোল ধরে,
ওরা কা'রা ? এক মনে "হরি" গীতি গায়।
মাথার উপরে রবি,
প্রকৃতি জ্বলন্ত ছবি,
ভাঙ্গিল কাহার ঘুম প্রভাতী উষায়।

ওকি ও জাহ্নবী বুকে,
দাঁড়ায়ে স্বপন সুখে,
প্রতিধ্বনি মিশিতেছে অনন্তের গায়।
ঊষার আলোক সনে ওকিও চিতায়।

২

নিতি নিতি কা'রা তোরা ? হেথায় আসিয়া।
বিচিত্র নিয়মে ভাসি,
এ তীরে দাঁড়ায়ে আসি,
জীবন্ত সুহৃদ যাও চিতায় সপিয়া।
গ্রহ তারা রবি শশী,
ভূতলে পড়রে খসি !
আঁধার আঁধার থাক সকলি থামিয়া।
জাহ্নবী গো ! ওতো স্রোতে যাওরে মিশিয়া।

৩

ত্রিভুবন পূড়ে মর ক্ষতি নাই তায়।
অতল জলধি হ'তে,
যে রত্ন বিদায় দিতে,
অসীম ধরণী বক্ষে শোয়ায় চিতায়।

সে ধন সে ধন বিনে
এ জগত ত্রিভুবনে,
কি রহিল আশা কণা সুখ শান্তি হায় ;
ত্রিভুবন ডুবে যাক্. ক্ষতি নাই তায়।

৪

সে বিনে সকলি র'বে, রহিবে সকল।
যার রত্ন বিসর্জ্জন,
ভাঙ্গিলেও ত্রিভুবন,
দেখিবেনা তার চোখে এই ভূমণ্ডল।
আবার উদিবে রবি,
প্রকৃতি প্রফুল্ল ছবি,
আবার বহিবে বায়ু ফুটি শতদল।
আবার হাসিবে শশী,
সুধু না মুছিবে মসী,
সুধু না মুছিবে তার নয়নের জল।
হারায়েছে সেই তার প্রাণের সম্বল।

—(০)ঃ০ঃ(০)—

নব বর্ষোপহার।

১

আসিল নূতন বর্ষ,
মানবের কত হর্ষ,
অন্তরে জাগিছে।
আমিও তাহারি ধীন,
শোক দুঃখ করি লীন
সুখ উপজিছে।

২

আজিএ আনন্দ দিনে,
শুকানো কুসুম বিনে,
কি আছে আমার।
সাজাইব ফুলে ফুলে,
গোলাপ, চামেলী তুলে,
গেঁথে ফুলহার।

৩

সুন্দর পবিত্র দেহে,
ফুল গুলি হাসি স্নেহে,
বাড়াবে মোহন।

দেখিব এ শুভক্ষণে,
ফুল গুলি সম্মিলনে,
হৃদয় রঞ্জন!

৪

কানক কুসুম নহে,
আমারি হৃদয় গেহে,
উঠেছিল ফুটে।
সুগন্ধ সুবাস নাই,
সাজিবেনা ভাবি তাই-
দেব-কর-পুটে।

৫

সুধু পদে এ অঞ্জালি,
আমারি হৃদয়াঞ্জলি,
লও স্নেহে তুলি!
মলিন শুকানো হার,
দেব পায় দেবতার
প্রাণ মন খুলি।

৬

স্নেহ গুণে লও প্রভু!
আমি ক্ষুদ্র, তুমি বিভু,
চরণে ঠেলিবে?

ভয় হয় হীন বলি,
শ্রীচরণে ফেল ঠেলি
তা'কি প্রাণে স'বে।

৭

কোথা হ'তে এত দূরে,
এসেছি এ মর পুরে,
আশ্রয়ে তোমার।
তোমারি চরণ রেণু,
ধরে র'বে পরমাণু,
এই ভেলা ভার।

৮

যাঁহাকে অদেয় নাই,
তাঁহাকে বলিতে চাই,
দিব উপহার।
সকলি তোমার কাছে,
ইহাও তোমারি আছে,
প্রেমের আঁধার!

৯

সাজাতে হৃদয় দিয়ে,
চিরিয়ে এ বক্ষ হিয়ে,
আনিয়াছি তুলে।

পরাব তোমার গলে,
শুভক্ষণ শুভ পলে,
বাসনার ফুলে।

—•✱•—

কেন কাঁদি।

১

চাঁদটী ফুটিয়া উঠে যবে
অবণীর বিশাল হৃদয়ে।
উষা যাই দেয় উঁকি, সে তো
যায় তার হাসি রাশি ল'য়ে।
সেই মত আলোটুকু ডুবে
এ অসার হৃদয় গগনে।
এসেছিল, ডুবিয়ে গিয়েছে
কেন মোরা কাঁদি অকারণে

২

ভগ্ন রুচি বৃক্ষ শাখা-পরে
পাখী বসি গে'য়েছিল গান।

পাখী যাই উড়ি গেল চলে
　　শাখাটী-হইল কম্পমান।
সেই রূপ স্মরি সে কাহিনী;
　　প্রাণ মোর কাঁপিয়া উঠেছে।
কেন হায় কাঁদি তার তরে,
　　এসেছিল চলিয়া গিয়েছে।

৩

মলয় বহিতে ছিল ঝড়
　　সহসা সে গেল শান্ত হ'য়ে।
বিশাল এ নভোনীল ছাঁদ
　　জল ফুল বুকে ধরি ল'য়ে।
মুহুর্ত্তের পবিত্রতা ছায়া
　　ছিল এই হৃদয়ের স্তরে।
এসেছিল চলিয়া গিয়াছে
　　কেন মোরা কাঁদি তার তরে।

৪

জলধি গভীর ওতো স্রোত
　　হ'য়ে এক খেলে কত খেলা।

সহসা ডুবিয়া যায় কোলে
পুন তার হৃদয় শীতলা।
সেইরূপ আঘাতে হৃদয়
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে যায়।
বুঝিয়াছি সুনিশ্চয় ভবে
গে'ছে তারা ইহাদের প্রায়।

৫

নক্ষত্র ভাসিছে বটে ওই
আকাশের গভীর তিমিরে।
সহসা খুলিয়া গেল পরি
অতল ও সাগরের নীরে।
কাঁপিল হইয়া আত্মহারা
ক্রমে নীর হইল নির্ম্মল।
শিহরিয়া উঠেছিল হৃদি,
প্রিয়জন আদর্শে সকল।

৬

শিহরিয়ে বহেছিল ধারা
আবেগের শত অশ্রুজলে।
হয়েছিনু শোক আত্মহারা
হৃদয়ের আবেগ বিভলে।

এসেছিল, সাঙ্গ করি খেলা
　　এবে সেতো গিয়াছে চলিয়া।
জানি যদি প্রবাহের গতি
　　প্রাণ কেন উঠে শিহরিয়া।

জানালায়।

১

শুক্লা দশমীর চাঁদ গগনে উদয়।
বিতরি আলোক রাশি মাতায় হৃদয়।
　　তারা গুলি সারি সারি,
　　অন্তরীক্ষ বুক ভরি ;
ঘুমন্ত শিশুর মত জননীর ক্রোড়ে।
　　ঘুমাইছে ভাই বোন,
　　যেন রে বিষাদ কোন,
নিরাশা মলিন নাই তাদের অন্তরে।
　　মন্দ মৃদু গন্ধ ল'য়ে,
　　চলেছে মলয়া ব'য়ে,
মরি! সে পরশ ভাব-মন-মুগ্ধকর।
জগতের দৃশ্য মরি কিবা মনোহর।

২

হোথা তরুবর শাখে বিহগ নিচয়।
　　আকণ্ঠ ভরিয়া মধু,
　　গেতে ছিল পিক বঁধু,
আতঙ্ক ঘুমের ঘোরে তন্ত্রা শিহরায়।
　　খদ্যোত সাজায় তারে,
　　নানা সুখ উপহারে,
পত্র গুলি স্তরে স্তরে প্রীতি আলোময়।
　　কাননে সরা'য়ে মুখ,
　　কুসুম পাতিয়া বুক,
অলি কভু গুঞ্জরিছে হইয়া তন্ময়।
সুখে বিচরিছে প্রাণী নাহি ডর ভয়।

৩

　　বাতায়ন পাশে আমি,
　　বসেছিনু একাকিনী,
স্থির চক্ষে ধীর মনে আঁখি নিমিলিয়া।
　　ক্ষণে চেয়ে মুঁদি আঁখি,
　　কাহারে স্বপন দেখি,

গত অভিনয় স্মরি কাঁপিতেছে হিয়া।
সুন্দর দৃশ্যের ভবে,
কেবা নাহি মুগ্ধ হ'বে,
কেবা নাহি ভুলে ব্যথা র'বে নিহারিয়া।
সুখের আমোদ ব্যাপি জগত ভরিয়া।

৪

বেদনা যাতনা ময়,
তারো হয় সুখদয়,
কেবা নাহি ভুলে যায় সহস্র আঘাত।
গত অভিনয় স্মরি,
কাঁপিছে হৃদয় হরি!
সুধু কেন এ হৃদয়ে সম বজ্রপাত।
তরঙ্গ তরঙ্গ পর,
উঠিছে তুমুল ঝড়,
বুঝি এ তরণী নীরে এই হ'ল কাত।
জলধি অকূল জলে,
এবার সকলি ভুলে,
ডুবিব, কেহ কি ভুলে ধরিবে এ হাত?

ভেঙ্গে যা'বে ভাঙ্গাতরী,
তায় কিবা দুঃখ হরি !
যাবে যাক্ শত চূর্ণে হইয়া নিপাত।
কে রোধিবে তারি পথ, এযে বজ্রপাত !

—:০:—

হতাশ্বাস।

১

সরা'য়ে মোহের পাশ
কাঁটিয়ে সংসার আশ,
কেনরে প্রস্তুত হৃদি, আত্ম-বলিদানে
প্রফুল্ল হরষ ভরি,
"আপনা" লইয়া স্মরি,
পেতেছি হৃদয়-চিতা অদূর শ্মশানে।

২

জ্বালিয়া অনল তায়,
সঁপিব হৃদয় কায়,
জুড়াইব সে অনলে জ্বালা হৃদয়ের।

ভুলিয়ে কাহিন গুলি,
"আমায়" যাইব ভুলি
জীবন বিস্মৃতি দিব স্মৃতি অতীতের।

৩

"হতাশ্বাস" "হা হুতাশ"
নৈরাশ্য জীবন আশ,
পুড়িবে আপন হাতে অনল মাঝারে।
আপনি "আপনা" ধরি,
পশিব সে নাম স্মরি,
ডাকিবনা পাশে মোর সঁপে দিতে কারে।

৪

সাজায়ে আপন করে,
সঁপে দিব আপনারে,
তাহে কিবা হবে ক্ষতি জগতের কা'র।
যার প্রাণে হতাশ্বাস,
যার না আশার আশ,
তাহার হৃদয় পুরে নরক-সংসার।

৫

সুরভী সুবাস দিয়া,
দিব চিতা উত্তেজিয়া,
জ্বলিবে ভীষণ রবে মাতাইয়া ধরা।

অবগাহি গঙ্গানীরে,
পশিব শ্মশান তীরে,
হস্ত প্রসারিয়া বুকে ল'বে বসুন্ধরা।

৬

নিরাশার আশা নাই,
তাই তো পশিতে চাই,
সাথে ল'য়ে নীলিমাকে বুকে ধরি আশা।
আমারি আপনা স্থানে,
দিব আত্ম-বলিদানে,
অতৃপ্ত হৃদয়-হারা বাসনা পিয়াসা।

৭

লও তবে বসুন্ধরা!
হর্ষমনে হাসিভরা,
সাদর পেলব কর বাড়াইয়া মোরে।
জ্বল্ চিতা প্রাণায়ামে,
মিশিগে অনন্তধামে,
লও গো লুকায়ে ধরা চিরানন্দ ক্রোড়ে!

—০:*:০—

আকাঙ্ক্ষা।

১

সুরভ বিহীন, আঁধারের দিন,
নাই যথা দিবা, নাহিক বিপিন,
আঁধার যেখানে সদাই মাখা।

২

সেমরু প্রদেশে, পারিজাত বেশে,
দুটী সুকুমার, অস্ফুট বিকশে,
নভ আবরণে রয়েছে ঢাকা।

৩

আধ বিকসিত, সুষমায় স্ফীত,
আঁধার কালিমা, সুখ শান্তি প্রীত,
নাহি ষষ্ঠঋতু, নাহিক মাস।

৪

অনল সন্তাপে, আঁধারের দাপে,
অসময়ে ঝরি, কোন মনস্তাপে,
যাবে নাতো, হায়! জীবন আশ?

৫

নাই চিহ্নস্মৃতি, নাই আশা প্রীতি,
সুধু তারা দুটী, প্রাণের সম্প্রতি,
আঁধার হৃদয়ে তা'রাই সার।

৬

আহা! বেঁচে থেকে, তাঁর স্মৃতি রেখে,
সে কালী মুছিবে, উহাদের দেখে,
আর কি বাঁধন আছে গো তাঁর?

৭

প্রভু দয়াময়! সুধু আমাময়,
সুধু এ কামনা, মঙ্গল আলয়!
তুমি উহাদের চাহিয়ে দেখো

৮

অনাথা উহারা, ভবে পিতৃহারা।
জননী ওদের, শোক তাপে মরা,
বিপদে সম্পদে তুমিই থেকো।

৯

চাইতো সম্বল, জীবনের বল,
যদি হবে র'তে এই ধরাতল,
চাইতো ভাবনা চাইতো আশা।

১০

স্নেহ করিবার, ভালবাসিবার,
ছিন্ন ও বাঁধন দৃঢ় করিবার,
চাইতো ভবের সন্তাপ নাশা।

১১

তুমি আছ ভবে, উহাদেরি র'বে,
তুমি চির দিন সুহৃদ সম্ভবে,
ওদের বদনে মাখানো মসী।

১২

এখনো প্রভাত, হয় দিন রাত,
এখানো প্রলয় ঝড় বজ্রপাত,
এখনো উদিছে ভাস্কর শশী।

১৩

সকলি তো আছে, তবে ধরামাঝে,
তারে দিয়া কিগো, নাই কোন কাজে,
সেই-কি রহিবে ভবের দূরে।

১৪

স্নেহের বাঁধন, তারা দুটী ধন,
তাঁর চিহ্ন স্মৃতি, ওরা দুই জন,
আহা! বেঁচে থাক্‌, এমর পুরে।

১৫

নিরাশ হৃদয় ব্যকুলতাময়,
কোনও আকাঙ্খা, জীবনের নয়,
সুধু প্রাণ মোর আকাঙ্খ্যা এই

১৬

বেঁচে থাক ওরা, শোক ব্যথা ভরা,
তুমি চে'ও ওগো, সত্য নিরাকারা!
ইহা ছাড়া অন্য বাসনা নেই।

১৭

আকাঙ্ক্ষা আমার, তুমি প্রভো! যার,
তার ব্যথা যাবে, ঘুচিবে আঁধার,
অফুট তারাটী উঠিবে উদি।

১৮

আশা করিবার, ভাল বাসিবার,
ওরা দুই বিনে, নাহি যে তাঁহার,
থাক্ দুটী ল'য়ে নয়ন মুদি।

কে জাগালে।

১

কি সুখের খেলা আজি আমারে দেখালে !
মাটি দিয়ে ধুলি খেলা,
আমার শৈশব লীলা,
আমার সাধের প্রাণ আবার জাগালে !
কি সুখের খেলা আজি আমারে দেখালে !

২

কে জানে কি দিবা রাতি কিম্বা বজ্রপাত।
কে জানে চাঁদিমাকাশে,
তারা গুলি ফুঁটে হাসে,
নৈশ সমীরণ খেলে ধরি হাতে হাত।
ধরিয়া সাথীর গলা বেড়াইতে সাধ।

৩

কে জানে উষার হাসি মলয় পবন।
প্রভাতের ফুল কলি,
সাধে যায় ঢলাঢলি,
কে জানে সে প্রাচী নভে উদিছে তপন।
ধরিয়া শৈশব সাথী সুখে নিমগন।



৪

"শরদ, বসন্ত, শীত, হেমন্ত বরষা।"
কেজানে সে কোন ধারে,
চলে যায় পর পারে,
কে জানে এ জীবনের আমুল ভরশা।
শৈশব সরল প্রাণ সুধু ভরা আশা।

৫

সেই খেলা ছুটো ছুটী শৈশবের হাসি।
ছুটিয়া সাথীর গায়,
পড়ি ঢলাঢলি যায়,
সেই সরলতা প্রাণ আমোদের রাশি।
খেলরে আমার খেলা, বড় ভালবাসি।

৬

পূর্ব্বস্মৃতি পূর্ব্ব সুখ গিয়াছিনু ভুলে।
এ মোর জ্বালার প্রাণে
কেন ও হাসির টানে,
ভুল ভাঙ্গা প্রাণ টুকু এনেদিলে তুলে।
হ'য়ে গেছে সেতো কবে জীবনের মুলে।

সাঁঝ আরতি।

১

সুনীল আকাশ পথে ক্রমে
পরিতেছে আঁধারের ছায়া।
উষার স্বদেশে যে'তে যে'তে
আধেক বীক্ষণ হয় কায়া।

২

আকাশের ছেলে মেয়ে গুলি
হাতে ল'য়ে ছোট ছোট বাতি।
উঁদিছে গবাক্ষ খুলি তার
প্রকাশি ধরিতে আলো-ভাতি॥

৩

ছোট বড় পাখী গুলি মিলি
ঝাঁকে ঝাঁকে বাসা পানে ধায়।
সমীরণ ঝির ঝির করি
চলেছে বহিয়া ধরা গা'য়।

মালঞ্চে কুসুম গুলি ফুঁটে
উঠিতেছে বন উজলিয়া।
নীহার ঝড়িছে দুই ফোঁটা
পাতার উপরে ঢালি হিয়া।

৫

নদী বক্ষে তরী গুলি মিলি
চলিয়াছে উজানেতে ভেসে।
"থক থক" ঢেউ গুলি আসি
তরী দেহ আঘাতিয়া মেশে।

৬

জগতের যত নর নারী
ফিরিতেছে আলয়ে আপন।
ভক্তি প্রীতি উল্লাসের মনে
বিশ্রামে হসিছে প্রাণীগণ।

৭

দেব দেবী আরতি লাগিয়া
মন্দিরে উঠীছে শঙ্খধবনি।
প্রতীচী আকাশ রক্তিমাক্ত
অস্তমিত যায় দিনমণি।

৮

লইছে যতেক নারী নর
হৃদয়েতে নাম দেবতার।
ভাতিছে চাঁদের আলো নভে
সাঁঝ এই আরতি তোমার!

—০:*:০—

বন বালা।

১

মরি ফুল কলি।
কোথা হতে এলি,
অথবা বিজনে—
বসতী তোর!

২

সাজি বন-ফুলে,
কিবা এলো চুলে,
ছড়ায়ে সুবাস—
আপনি ভোর।

৩

অঙ্গে মাখা বাস,
অধরে উল্লাস,
কোচরে চামেলী
মালতী যুঁই।

৪

বন ফুলে ভাসি,
মুখে মৃদু হাসি,
কানন বাসিনী
হবি লো তুই?

৫

স্নিগ্ধ সুশীতলে,
বসি তরুতলে,
একাগ্র নিবেশে
গাঁথিছ মালা!

৬

চুল গুলি দোলে,
পবন হিল্লোলে,
হবি কিলো তুই—
ত্রিদিব বালা?

৭

সুনীল আকাশে,
শশধর হাসে,
কভু যেন লাজে
মেঘেতে ঢাকে।

৮

মেঘ রাশি তলে,
পুন উদি জ্বলে,
পুন নিহারিতে
উঁকিতে চায়।

৯

ফুল গুলি ফুঁটি,
সুরভেতে লুটি,
হাসি মুখে তোরে
চাহিয়া রয়।

১০

লাজ ভয় এসে,
তা'দিকে গরাশে,
অধোমুখে চাহি
নীরব হয়।

১১

আয় বালা কাছে!
সেজেছে কি সাজে!
দাঁড়াতো—আমার
নিকটে আসি!

১২

সাধের কানন,
তব নিকেতন,
চিনেছি তোমারে
ত্রিদিব বাসী।

———০*০———

যোগিনী।

১

কোথা হ'তে আসি, হয়েছে উদাসী,
নির্জ্জন নিবিড়ে বেঁধেছ ঘর!
কোন দুঃখে মানী! সেজেছ যোগিনী!
কি বেদনা ভরা ও অন্তঃকর?

২

কি ভাবে বিভোর, ও হৃদয় তোর,
কি ভাবে সতত বিমনা মন !
কি যেন খুঁজিছ, কারে না পেতেছ
কাঁহারে পাইনে এতেক পণ ?

৩

তোমার আবাসে, সকলি তো হাসে,
হাসিছে কানন কুসুম যত।
উঠিছে ফুটিছে, মধুপ জুটিছে,
সৌরভ বিতরে সকলি রত।

৪

মলয় পবন, করি প্রাণপণ,
ধীরে দোলাইয়া দিতেছে কায়।
জগত ভরিয়া, সবে নিরখিয়া,
ভুলে আঁখি দুটী কেন না চায় ?

৫

ওই শশধর, তারকা নিকর,
উঠেছে সুনীল গগন ভেদি।
বিতরি কিরণ, ভাবে নিমগন,
বাসনার চিতে উঠেছে উদি।

৬

কোকিল কাকলী, কলকণ্ঠ বলি !
সকলি গাইছে হাসিছে কত।
সাধের জগতে, বাসনার চিতে,
আপনার সুখ সাধিতে রত।

৭

তুমি কেন মরি, সব পরিহরি,
এ বিজন বনে করিছ বাস ?
নাই হাসি মুখে, নাই দুখ বুকে,
কি যেন গভীর ত্রিদিব আশ !

৮

বিলাস বসন, নাই আভরণ,
তার অধিকারী বল্কল দেখি।
ভস্মমাখা কায়, পবিত্র আভায়,
রয়েছ মুদিয়ে যুগল আঁখি !

৯

মৃদু কেশ দাম নাচে অবিরাম,
ধুলায় লুণ্ঠিত চতুর পাশে।
সমীরণ দুলে, ল'য়ে কালো চুলে,
এ ভাবে বিভোর বল কি আশে ?

১০

উজলে প্রকৃতি সাথে ল'য়ে প্রীতি,
চাঁদিমা আকাশে শোভিত মরি!
হাসে শতদল জঙ্গম জঙ্গল,
ভাস্কর হাসায়ে মোহিত করি!

১১

তরঙ্গ তরঙ্গে মিশে শত রঙ্গে,
জিমূত প্রবাহে বরষে ধারা।
ধরাধাম হাসে, প্রীতির উল্লাসে,
নর নারী হয় আপনা-হারা!

১২

মাতনা উল্লাসে, মিশ না কো হাসে,
বহেনা গোপনে নয়ন বারি।
চাহনা চকিতে, এক ভাব চিতে,
স্বধু এক ভোরে কাহারে স্মরি?

১৩

বুঝেছি উদাসী! কেন হেথা আসি,
আঁখি নিমীলিয়া কাহার ধ্যানে।
এ কঠোর ব্রত, ধরি অবিরত,
খুঁজিছ কাঁহারে বিমনা প্রাণে।

১৪

বুঝিয়াছ "সার" ধরেছ এবার,
নির্জ্জনে আসিয়া পরম ব্রত!
সাধনার ধন, করি প্রাণপণ
পাইতে তাঁহারে সদাই রত!

১৫

ধন্য হে যোগিনি! ও দিন যামিনী,
সফল জনম ধরণী তলে!
সাধনার ধন, করিয়া যতন,
পাইবে তোমার সাধনা বলে!

নিকুঞ্জ।

১

কোন জন মরি,
প্রাণপণ করি,
সাজা'লে তোমার
ও দেহ খানি!

২

হৃদয় সঁপিয়ে,
খুলি আত্মহিয়ে,
পবিত্রতা রাশি
কে দিল আনি।

৩

চাঁদের কিরণ,
প্রফুল্ল বদন,
তোমারে হাসিতে
দেখিতে পাই।

৪

গায়ে পূতবাস,
কুসুম সুবাস
সুরভে পূরিত
সকল ঠাঁই।

৫

ক্ষুদ্র জলাশয়,
তোমার হৃদয়
উছলিয়া সদা
বহিয়া যায়।

৬

শিশির নিচয়,
প্রেম অশ্রুময়,
ঢাল অবিরত
　কাহার পায়।

৭

পক্ষী কণ্ঠস্বর,
তোমার সুস্বর,
সুমধুর রবে
　কাহারে ডাক।

৮

কণ্ঠ উত্তোলিয়া,
ক্ষুদ্র হৃদি দিয়া
কার আশা পথ,
　চাহিয়া থাক ?

৯

না দেখি তাঁহার,
দীর্ঘশ্বাস হায়!
ক্লান্ত বেগ ভরে
　সমীর বয়।

১০

সদা তাঁয় স্মরি,
শির হেট করি,
জগত ব্যাপিয়া
মহিমা কয়।

সন্ধ্যা।

১

ধরিয়ে আপন সাজ অয়ি!
আয় গো ধরার কোলে নামি।
সকলি তোমারি প্রতীক্ষায়,
তোরি পথ চেয়ে আছি আমি।
জগতের ব্যথিত পরাণ,
শান্তি আশে তোর পথ চেয়ে।
তোরি ক্রোড়ে মাথা রাখি সেতো—
শান্তি সুখে র'বে ঘুমাইয়ে।

২

আয় নিশা! আয় মোর কাছে,
বড় ব্যথা এই ক্ষুদ্র বুকে।

জ্বালা পূর্ণ এ শির স্থাপিয়ে,
তোরি বুকে ঘুমাইব সুখে।
হৃদয়ের শত ব্যথা হরা,
শান্তি প্রীতি মূর্ত্তিমতী "আয়"!
পরিশ্রান্ত-দেহ ক্লান্ত হ'য়ে,
আছে সুধু তোর প্রতীক্ষায়!

৩

সারা দিবা ক্লান্ত দেহ ঘুরি,
শ্রান্ত আঁখি চাহে নিমিলিতে।
ব্যথিত হৃদয় তোরে চায়,
একবার পে'তে দাও চিতে।
দুটী কর প্রসারণ করি
একবার মোরে কোলে লও।
আঁখি দুটী দাও নিমিলিয়া
আকাঙ্ক্ষার দুটি গীতি কও।

৪

আঁধার হৃদয় দিয়া তোর,
দুখেরে আঁড়াল দেবে করি।
সংসারের কোলাহল স্থানে,
ব্যথিত হৃদয় ল'য়ে মরি!

ঘুমাই ক্ষণেক ক্রোড়ে তোর,
বেদনা ভুলিয়া শত প্রাণে।
আয় নিশা মোর কাছে আয়!
কোলে পরি মুদিত নয়ানে।

৫

সুখের স্বপন গুলি ল'য়ে,
ধীরে ধীরে আয় নেমে আয়!
যাইবে কথন কত দূরে,
তাদের সময় চলে যায়।
সারাদিন ঘুরি ঘুরি তারা,
সঞ্চয় করেছে কহ কিবা?
কি এনেছে মোর তরে গাঁথি,
কি ফুল খুঁজিয়ে সারা দিবা।

৬

গোলাপ চামেলী, বেলী, যুঁই,
মালা কি গেঁথেছে দিয়ে তার?
স্বর্গীয় সুরভ ফুল কোন,
তাই দিয়ে দিবে উপহার?
আয় নিশা! তাহাদের ল'য়ে,
মালাটি সাদরে দেগো বেঁধে।

স্বর্গীয় সুবাস গণি গণি,
শুই তোর কোলে চো'খ মুদে।

৭

এ মর ধরণী বক্ষ ভরি,
তাপিত হৃদয় কত আছে।
বেদনা ব'য়েছে সারা দিন,
যারে যারে তাহাদের কাছে!
নব মুকুলিত ফুলকলি
তরু রাম্না, উট, সারাদিন।
অহরহ দিবাকর তাপে,
তা'রা সব হয়েছে মলিন।

৮

সমীর সারাটি দিন ধরি,
রবি তাপে হয়েছে তাপিত।
তোমার পরশে ক্লান্তি যাবে,
সুশীতল হবে সব চিত।
ধরাটি তুলিয়ে মাথা তা'র,
তন্দ্রা ঘুমে ডাকিছে তোমায়!
জগত ভরিয়ে শত প্রাণী,
আছে যে গো তোরি প্রতীক্ষায়!

৯

কি ভাবে ভাবুক মন তোর ?
"আসি আসি" পদ নাহি সরে।
প্রশান্ত মূরতী খানি তোর,
একবার দেগো "বে'র" ঝোরে।
সন্তাষহ কার পানে চেয়ে,
আঁধার কোথায় কত দূরে।
আয় নিশা আয়! শীঘ্র গতি,
ব্যাকুল হৃদয় তোরি তরে!

আকিঞ্চন।

দাঁড়ারে অনিল! হেথা
দাঁড়া মোর কাছে!
নিতি যেই বুলি ধরি
গাও সুখ গীতি।
জানিনা এমন সুখ
এ ভবে কি আছে—
সন্তপ্ত হৃদয়ে মোর
ঢালিবারে প্রীতি।

মুঁছিল পরশে তব
নয়নের জল।
মুছাঁইলি হৃদয়ের
অমর-যাতনা।
ভেঙ্গে যেই গিয়াছিল
মর-অন্তঃস্থল।
কেন আজি মুছাঁইলি
কি দিতে কামনা ?
গভীর নিশীথ রেতে
তোমারি আশায়
নিদ্রা ত্যজি বসি গিয়া
ক্ষুদ্র বাতায়নে।
ঝির ঝির রব তুলি
পরশি আমায়,
কত সুখ দাও মোর
শান্তি হীন মনে।
দিবা রাতি সম ভাবে,
যেতেছ বহিয়া।
বিষদ হৃদয় টুকু
জগতে মাখিয়ে।

শীতল পরশে কর
শান্তি হয় হিয়া।
করেনা স্বপন ভুল
জাগিয়ে ঘুমিয়ে।
সন্তপ্ত জীবন জ্বালা
করিয়ে বহন,
আপনার বুলি ধরি
সদা চলে যাও।
দিবে মোরে এই সুখ
সদা আকিঞ্চন!
সুখ দুখ আজীবনে
মোর মাথা খাও!
বহু দিন বহু ক্লেশ
রহিয়াছি স'য়ে।
পাইনা কতই দিন
তোমারে ভাবিয়া।
এই বাতায়নে বসি
থাকি নিরখিয়ে,
পথ ভুলে যদি যাও
মোর কাছ দিয়া!

মিলায়ে তোমারি তানে
গাও মোর গান !
মিলায়ে তোমারি প্রাণে
আমারি হৃদয়।
জাননা জাননা নাকি
আমার পরাণ ?
সুধু ব্যথা ভরা আর
সুধু জ্বালা ময়।
ভুলে কভু পথ ভুলে
যেও এই পথে।
আমি যে থাকিব বসি
তোমারি আশায় !
মাতাইয়া ধরাতল
দেব পুষ্প রথে
এই পথ দিয়ে যাবে
ক্ষতি কিবা তায় !
আমি তো তোমায় ভাবি,
খুলি বাতায়ন।
আমি তো তোমারি ভোরে
জাগ্রত ঘুমিয়া।

কাছে এস একবার
এই আকিঞ্চন!
ব'য়ে লও দেহ সনে
এ জ্বালার হিয়া!

প্রীতি—প্রতিমা।

১

প্রণমি ত্রিদিব দেবি! চরণে তোমা:
আজি এ আশার ফুলে,
এনেছি সাদরে তুলে,
দিতে আজি ও চরণে দেব-উপহার।
হা-মা! তুমি কার মেয়ে?
এ দেশে রয়েছ চেয়ে?
এনেছ ত্রিদিব তরী করিতে উদ্ধার?
আমি বসি এত দূরে,
রহিয়াছি মর পুরে,

---

* "কাব্য কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুতা মান কুমারী দাসী মহশয়ার উদ্দেশে উপরোক্ত কবিতাটী উৎসর্গীকৃত হইল।

তবু ও তোমায় স্মৃতি জাগে অনিবার।
পবিত্র স্বর্গীয় রাখা,
ওই যে আননে আঁকা,
কেমন পবিত্র ভরা হৃদয় আঁধার।
অমর এ পুত বাসে,
নিরাশার আশা আসে,
বিস্তৃত সুরভে ধরা ছাইবে সংসার।
পরমাণু ধরি শিরে,
চাহিলে সংসার ফিরে,
এ মর জগত আশে পুত দেবতার।
স্বর্গীয় কুসুম রাশি,
পথ ভুলে বুঝি আসি,
অচেনা আবাসে এসে পেতেছ সংসার!
প্রণমি ত্রিদিব দেবি! চরণে তোমার!

২

প্রণমি ত্রিদিব দেবি! যুগল চরণে।
যদিও এ অভাগিনী,
দেখেনি প্রেমের খনি,
দেখেনি তোমায় দেবি! তবু ভাব মনে

তবু তব ছায়া মাখা,
ত্রিদিব সুরভ আঁকা,
তোমার পবিত্র ছায়া হৃদয় গগণে।
হৃদি ভরা প্রেম পুণ্য,
সে বটে জগতে ধন্য!
জানিনা কেমন হবে মরের ভুবনে!
প্রণমি ত্রিদিব দেবি! যুগল চরণে।

৩

কেন মাগো ভক্তি আসে দেবতা বলিয়া!
সত্য মা জনম তোমা,
যথা দেবী দুর্গা, শ্যামা,
যথা দেবতারা মাগো! থাকে জনমিয়া?
তুমি কি জনমি সেথা,
নর রূপে এলে হেথা,
বল মাতঃ! কোন স্বার্থ কিসের লাগিয়া!
মানব আকার ধরি,
তোমারে পাঠাল হরি!
শিখাতে কি ধর্ম্ম ভাব উপদেশ দিয়া?
অমর তোমার আয়ু,
হোক কোটি পরমায়ু!

দেখাইতে দেব ভাব দেবতার হিয়া!
কেন মাগো ভক্তি আসে দেবতা বলিয়া?

৪

শিখিবে অবনী তলে যত নারী নর।
গা'বে "দেবী" প্রতিধ্বনি,
গ্রহ তারা দিনমণি,
গাইবে এ তিন পুরে দেবতা কিন্নর।
কানন কুসুম যা'রা,
হবে তা'রা আত্ম হারা,
গাইবে ও দেব-গীতি জগত অম্বর।
ধন্যা! সতী পতিব্রতা!
তুমি আমাদের মাতা,
আমরা ও ঈশ পদে মেগে লব বর।
দেখি তব পতি ভক্তি,
আসিবে সহস্র শক্তি,
হ'বে "সতী পতিব্রতা" অবোধ পামর।
শিখিবে তোমারি ঠাঁই,
ভবে যত গুণ চাই,
এ মর ভুবন দেবি! হইবে অমর।
শিখিবে তোমারি ঠাঁই যত নারী নর।

৫

শুনেছি জীবনি তব নয়নের জল !
একটী কুসুম লতা,
তোমার জীবনি গাঁথা,
তোমার আয়ুর সার জীবনের বল।
ধরিতে তরুণা হাত,
হইয়াছে বজ্রপাত,
ভেঙ্গেছে সাধের ঘর সুখের সকল।
না ব'তে মলয় বায়,
গরল ঢেলেছে কায়,
না ফুঁটিতে ঝরে গেছে মুকুলের দল।
না গেতে কোকিল শ্যামা,
হয়েছে তাহার মানা,
না দিতে কুসুম কণা ঢেলে পরিমল।
না ফুঁটিতে গ্রহ তারা,
হয়েছে স্বরগ হারা,
ডুবেছে জলধি মাঝে গভীরে অতল।
না দিতে চাঁদের আলো,
হয়েছে তামসী কালো,

না হ'তে উষার শেষ মুঁদেছে সকল।
শুনেছি জীবনি তব নয়নের জল!

৬

আঁধারে জীবন তব গিয়াছে থামিয়া!
সুধু পতি উপাসনা,
পর দুঃখে অশ্রু নানা,
পরিছে নয়ন হ'তে সতই ঝরিয়া।
তোমার সাধনা বলে,
দেবতার পদমূলে,
তোমারি স্বর্গীয় স্বামী সঁপিবেন হিয়া।
সতীর জগত ময়,
কিসে মাগো কহ ভয়,
দেবতা তাঁহারে লয় সাদর করিয়া।
স্বরগের ক্রোড়ে পশি,
সে দেবে যাইবে মিশি,
আঁধার গগন বুকে যাইবে মিশিয়া।
পরলোকে তব তরে,
পবিত্র আসন করে,
তোমার আহ্বানে দেব আছে দাঁড়াইয়া

চোখে জল মুখে হাসি,
বহিবে আনন্দ রাশি,
স্বরগের আলো সনে যাবে মিশাইয়া।
এ জগত ছেড়ে যে'তে,
অনন্ত পাইবে পথে,
ডাকিছে আহ্বানি যত দেবতা মিলিয়া।
র'বে না দুঃখের জল,
আসিবে শান্তির বল,
যা'বে এই অশ্রুজল ভুলে পাশরিয়া।
স্বরগ রয়েছে খোলা তোমার লাগিয়া।

৭

দয়াময়ি! সেথা গিয়ে স্মরিও মোদের!
দুখীর অশ্রুর সাথে,
মিশাইও আপনাতে,
মিলাইও সুখী সনে হাসি হৃদয়ের।
কুপথে কুসঙ্গে ভুলে,
যদি গো চরণ চলে,
দেখাইয়া দিও পথ সে শান্তি-ময়ের!
গাইবে তোমার গীতি,
অমর আনন্দ প্রীতি,

ধরিব তোমার কর পথে স্বরগের।
হোক তব কোটি যশ,
হোক্ ধরা তব বশ,
হোক্ ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা অণু মহতের।
দেবময়ি! এ বাসনা ক্ষুদ্র হৃদয়ের!

—০ঃ*ঃ০—

সাধের কোরক।

মরু হৃদয়ে ফুঁটেছে মোর,
একটি সাধের কোরক কণা।
একটি কণা শিশির তা'তে,
সেই তো আমার সরল মনা।
নিবিড় বনে আঁধার মাঝে
সাধের কুসুম প্রস্ফুটিত।
তন্দ্রাঘুমে প্রাণের টানে,
উদাস হৃদের স্বপন কত।
কতই তার মুখটি চেয়ে
কত না আশার মালা গাঁথি।
উদাস প্রাণে ফুঁটেছে মোর
সাধনার ধন সাধের জাতী।

কুসুমটিরে হৃদে ধরি
চেয়ে থাকি চাঁদের পানে।
তুলনা করি সুনীলাকাশে
চাঁদের সাথে আপন প্রাণে।
কোন মুখটি মধুর বেশী
কোন মুখ কমল হাসি ভরা।
কোন হাসিতে প্রাণটি ভাসে
কোন হাসি মোর হৃদয় হরা।
হে সুধাংশু! তোমার হাসি
সকল দিন না সমান রয়।
অফুরন্ত এই হাসি মোর
হৃদয় কানন ব্যাপিত ময়।
কাননে কত ফুলের কলি
এমন হাসি তাদের মুখে?
নূতন কুসুম ফুঁটে আছে
সাধের আশার কানন বুকে!
এমন রুচি সুবাস মাখা
দেখিনি কোন ফুলের গায়।
সেই সুবাসে আত্মহারা
বিভোর সদা মলয় বায়।

পূত পারিজাত হৃদিমাঝে
স্বরগ ফুলের সুবাস বয়।
সেই সুবাসে আপন হারা
এ বাঁশ আমার হৃদয় ময়।
মলয় বাতাস ছুটোছুটি
খেল্‌ছে তাহার সুবাস ল'য়ে।
হৃদয় কানন আলোড়িছে
ওই সুবাসের সুরভ পে'য়ে।
খেল্‌ছে সুখের শুভ স্রোত
কোরক তুফান গায়ে মাখি।
আমার সাধের ফুলটী চেয়ে
কতই আশার ছবি আঁকি।
প্রাণটি ভরে মুখটি চুমি
আমার সাধের কুসুম মালা।
আদর ক'রে তাইতো আমি
নাম রেখেছি "ত্রিদিব বালা"।
নামটী যেমন প্রাণটিও ঠিক্
হয়েছে তাহার অণুরূপ।
প্রাণটি ভেসে কোথায় যায়
আত্মহারী নূতন রূপ।

আয় তো বালা ! আমার কাছে
দাঁড়াও দেখি বদন তুলে।
সখের হার এ উপহার
পরাব এবার তোমার গলে।
যতন করে বুকে রেখো
হৃদয় টুকু ঢেকে দিয়ে।
সাধ ক'রে গেঁথেছি মালা
বিজন বনেব ফুলটী নিয়ে।

শুভোপহার। *

১

শারদ চন্দ্রমা সম
মিলি দুটী হাসি মুখে
ভাসিছে প্রাণের আশা
আজি এ ধরণী বুকে

* শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত শ্রীমতী সুর-বালা গুপ্তার শুভ পরিণয়োপলক্ষে লিখিত।

২

সুখের মিলনে আজি
নাচিছে উভয় প্রাণ।
জগতের কাছে তাই
যাচিতেছে প্রতিদান।

৩

হাসিতেছে বসুন্ধরা
মেলিয়ে বিশাল আঁখি
হাসিছে চাঁদিমাকাশে
মধুর জোছনা মাখি।

৪

সুবাস ছড়া'য়ে আজি
হাসিতেছে ফুলকলি।
নাচিতেছে মৃদু মৃদু
সহকার সাথে চলি।

৫

গাইছে মঙ্গল গীতি
কাননে বিহগ যত।
উঠিতেছে শুভ ধ্বনি
শুভ রোল অবিরত!

৬

বাজিছে মঙ্গল বীণা
মাতাইয়া শুভালয়।
সুধু আনন্দের ধ্বনি
সুধুই আনন্দ ময়।

৭

পরমেশ! আজি হেন সুখভরা
সুখের তুফান ছুটে।
নবীন প্রসূন দুটী
এ শুভে উঠেছে ফুটে।

৮

দুটী ফুল "এক" হবে
আজি "দয়াময়" স্মরি।
মিলাইয়ে দুটি প্রাণে
আশীষ হে দয়াকরি।

৯

সুখে, দুখে আজীবনে
এই ভাবে যেন যায়।
প্রাণে প্রাণে মিলিছ'য়ে
হয় যেন এক কায়।

১০

সুখে দুখে নিতি চলে
বিশাল ধরণী ভাসি।
বিপদে সান্ত্বনা দিও
উহাদের কাছে আসি।

১১

সম্পদ আপদ মাঝে
উহাদের পাশে র'বে।
অসহিষ্ণু বুক ব্যথা
আপনার বুকে ল'বে।

১২

উভয় হৃদয় হবে
উভয়ের অধিকার।
চির দিন বিনিময়ে
সেগুঁ'র ও' হ'বে তা'র

১৩

(আজি) বসিয়ে নির্জ্জন বনে
তুলেছি এ ফুল দুটি।
শুভদিন শুভক্ষণে
নীরবে উঠেছে ফুটি।

১৪

শুভ দিনে এ বাসনা
দিতে প্রীতি উপহার !
ফুল গুলি দিয়ে তাই
গেঁথেছি সাধের হার।

১৫

ল'বে কি এ ক্ষুদ্রহার
প্রসারিয়ে হাত দুটি !
ধর গো কৃতার্থ করি
দু'জনে দাঁড়া'য়ে উঠি !

তপাত্যয় পুষ্পের অনশন।

১

হাগো ! এলি কোথা হ'তে
পুণ্য জোছনায় নে'য়ে ?
অন্তরীক্ষে মেয়ে গুলি
তোমারে দেখিছে চে'য়ে !

২

মুখ খানি ভরা তোর
এ আবার কোন হাসি ?
ঝরিতেছে কোন ধারা
কোন সুষমার রাশি !

৩

মেয়ে গুলি তোরি পানে
চে'য়ে আছে একধ্যানে ;
কেমন উল্লাস যেন
মাখিয়াছে সে বয়ানে !

৪

চো'খ ছুটি রাঙ্গা রাঙ্গা
কেমন চাহনি যেন !
প্রাণ হরা মন হরা
স্বরগের দেবী হেন !

৫

কেমন অপূর্ব্ব ভাব
বুকে যেন উছলিছে।

কে তোরে এ বেশে বালা !
এ সুষমা সাজিয়েছে।

৬

ঝরা'তে নীহার যেন
ললাটে রক্তিম ছোটে।
হাসিতে কেমন যেন
সাধের কুসুম ফোঁটে।

৭

কথাগুলি নিরিবিলে
কেহ না শুনিতে পায়।
অমনি আনন খানি
ফিরে ফিরে কেন চায় ?

৮

কে তোরে করিল দীক্ষা
স্বরগের ব্রত নামে ?
হ্যা বালা ! আজিকে তুই
কোথা যা'বি কার ধামে ?

৯

কোন তপস্যায় তুই
জোছনায় অভিষেকি ?

"অনশন" কোন নাম
তোর তরে ? সেই-বা-কি !

১০

আজি এ মাধুরী দিয়ে
কে তোমারে সাজাইল ?
কোন "অনশন" ব্রত
তোর কাণে ঢেলে দিল ?

১১

আসেনা মধুপ কিলো
মাখিতে পরাগ রেণু ?
তাই এই "অনশনে"
দিবে সত্য পরমাণু ?

১২

আহা-হা ! এ দিন যাক্
আসিবে আবার তা'রা।
তাদের সোহাগে তোর
ঘুচে যাবে বেঁচে মরা !

১৩

থাক্ থাক্ "অনশন"
আসিবে ক'দিন বাদে।

সাজাবে আবার তোরে
পরাণের শত সাধে।

১৪

বরিষার ধারা তোর
কি বলিল কাণে কাণে?
তাই কিলো "ধ্রুবতারা"
দিবে আত্ম বলিদানে?

১৫

ভালই, দু'দিন থাক
নীরবে কাঁদিয়ে হেসে।
ভাঙ্গিতে সতীর মান
পায় তো ধরিবে এসে?

১৬

তখন তাহার কাছে
দিস্ আত্ম বলিদান!
আজি হেথা "অনশন"
করে দেলো সমাধান!



সঞ্জীবন।

১

আঁধার গহন গেহে
ফুটে ছিল শুষ্কফুল।
কেহ তো দেখেনি তায়
ভুলে করি পথ ভুল।

২

একাকী নীরবে ছিল
খুলিয়া শুকানো হিয়া।
নীরব নিশীথ রেতে
পরে ছিল মূরছিয়া।

৩

তুমি কে গো দিলে বারি
সিঞ্চিয়ে জাহ্নবী নীরে!
অমন পেলব করে
ব্যজনিলে ধীরে ধীরে!

৪

ভাঙ্গিলে মূরছা ওর
ভাতিয়া পবিত্র আলো!

মুছাইলে শুকানোর
আনন আঁধার কালো।

৫

অমনি হৃদয় খানি
ঢেলে দিলে তার পর।
কে তুমি দেবতা এলে ?
সাজিয়ে মরের নর।

৬

এত দয়া এত স্নেহ
এত পর উপকারে
যাঁহার হৃদয় ভরা
সে দেবতা নরাকারে।

৭

অমন করুণ আঁখি
কা'র,মুখে বরষিলে ?
হায় ! এ সরল চিত
ক'র বুকে ঢেলে দিলে !

৮

জোছনা মাখানো চিতে
ওই যে ফুলের বনে।

কুসুম চয়ন তরে
প্রবেশিছে কতজনে।

৯

তুমি কেন হে পথিক!
ভুলে এ অচেনা পথে
প্রবেশিলে তেয়াগিয়া
সাধনার পুষ্প রথে?

১০

যে ফুলে সুবাস নাই
নাহিক সুরভ রেণু।
যায় যাক্ তার মত
শত কোটি পরমাণু।

১১

তুমি কেন হে বিদেশী!
এ পথে ভুলিয়ে এলে?
শুকানো কুসুমে কেন
প্রাণ টুকু দিলে ঢেলে?

১২

হা একি! অচেনা দেশে
প্রেমের পথিক তুমি!

এ শুকানো ফুলে কেন
হৃদয়ে ধরিলে তুমি ?

১৩

যেখানে মলয়ানিল
পথ ভুলে নাহি আসে।
যেখানে উদেনা ভানু
পশেনা চন্দ্রমা হাসে।

১৪

যে দেশে ডাকেনা হায় !
বসন্তের কলাভৃৎ।
আঁধার স্নধুই যা'র
তপস্যার আশাতীত।

১৫

সে বনে কে এলে তুমি !
আনিলে ভাস্কর শশী !
ঢালিলে মলয়ানিল
বিমোহিয়া দশদিশি।

১৬

আহাহা ! কণ্টক বিধি
শোনিতে ভাসিছে কায়।

ললাটের স্বেদরাশি
চকিতে ঝরিছে পা'য়।

১৭

যাও এ আঁধার হ'তে
ত্যজি এ গহন গেহ।
কি স্বার্থ পাইবে দেব!
নীরবে স'পিলে দেহ!

১৮

কেন হায়! বুক ব্যথা
শোনিত বহা'বে শিরে।
বাসনা করিয়ে কেন
ডুবিবে অতল নীরে?

১৯

যেদেশে চাঁদিমা হাসে
উষার ভাস্কর ওঠে।
যে কাননে দলে দলে
গোলাপ চামেলী ফোটে।

২০

দেখগে সে দেশে গিয়ে
মানবের প্রিয় মেলা।

খেলগে' দেবতা তুমি
সে দেশে সাধের খেলা !

২১

তোমারে পাইলে তা'রা
খুলিবে প্রাণের হাসি।
'বাহারে' বহিবে ঢেউ
ছড়ায়ে সুষমা রাশি।

২২

তা'রা দিবে ভালবাসা
তুমি দেব ! যাহা চাও।
ভগন হৃদয় টুকু
দ'লে দিয়ে চলে যাও।

২৩

স'বে না তোমার জ্বালা
প্রকৃতির শত প্রাণে।
ওই তো ঝরায় দুখ
বরষিয়া শত তানে।

—০:*:০—

প্রকৃতিআহ্বান।

১

প্রকৃতি তোমার সনে,
বেঁধে লব ফুল বনে,
আচলে আচলে।
তুমি দেবি! যেথা যাও,
এ আমার মাথা খাও
ধরো করতলে।

২

আচলে বাঁধিয়ে নিয়ে,
কেতকীর কলি দিয়ে,
গেঁথে নিবে মালা।
সোণার আচল খানি,
বুকে ল'বে টেনে আনি
হীরকের বালা!

৩

বন হ'তে ফুল তুলে,
সাজাব মধুর ফুলে,
বালা চিক হার!

আঁধারে আঁচল গুঁজি,
বেড়াবি সাধনা খুঁজি,
ছড়া'য়ে বাহার !

৪

পবন মলয় বায়,
আতর চন্দন কায়,
সুবাস আনিয়া—
দিয়ে যাবে গায়ে তোর,
নীরবে হইবে ভোর,
আঁখি নিমীলিয়া।

৫

নানা সুমধুর বেশে,
আমি ও বেড়াব ভেসে
থেকে তোর সনে।
দেখিব বসন্ত-হাসি,
পাপিয়া গাইবে আসি
উল্লাসের মনে।

৬

শরদের পুর্ণ চাঁদ,
জাগা'বে প্রয়াণ ছাঁদ,
হাসা'য়ে চামেলী।

ফুটিবে তাহার সনে,
হরষিত ফুল্ল মনে
কোটি যূঁই বেলী।
৭
হেমন্ত ঊষার ফুলে,
নে'তে র'বে হেলে দুলে
শৈশব লীলায়।
গাইবে সহস্র পাখী
বিটপী উপরে থাকি
নিদাঘ বেলায়।
৮
বরিষার বারি-ধারা,
ক'রে দিবে আত্মহারা,
শুভ অভিষেকে।
চরাচর হাসি ময়,
শোকে দুখে সুখে রয়,
ধরণীর লোকে।
৯
কেহ কাঁদে কেহ হাসে,
বরিষা নিদাঘ মাসে,
ঝরাইয়া ধার।

হাসির ফোয়ারা ছুটি,
ফুল গুলি ভূমে লুটি,
ছড়া'বে বাহার !

১০

সকলি তোমার বুকে,
বিচরিছে সুখে দুঃখে
হাসি কান্না ভরা।
তুমিতো সহস্র চোখে,
বর্ত্তমান কোলে রেখে,
চেয়ে রও ধরা।

১১

আজি বড় সাধ মনে,
বাঁধিতে তোমার সনে,
আচলে আচলে।
দেখিব তোমার সাথে,
মধুর জোছনা রাতে,
প্রভাতের কোলে।

১২

কেমন অভিখ্যা ভরা,
মনহরা চিত্ত হরা,
বিশাল অবনী।

ল'বে কি তোমার সনে,
আঁধার আঁড়াল কোণে,
দেখাতে ধরণী ?

১৩

লও যদি অভাগীরে,
দেখাতে জাহ্নবী তীরে,
শ্মশান সৈকতে।
তা হ'লে তোমারি নামে,
ডুবে যাব প্রাণায়ামে,
গভীর নিয়তে।

১৪

লও মোরে সুকোমল,
প্রসারিয়া করতল,
তোমার সহিতে !
দেখি গে' ভবের খেলা,
প্রেমের বিচিত্র মেলা,
নরের মহীতে।

—০:*:০—

ভাঙ্গা-শির।

১

হাসিতে হাসিতে বালা !
হায় কি করিলি !
অমনি কাহার বুকে
ঢলিয়া পরিলি।

২

জগতের শোভা মনে
ধরিলনা তাই,
অমনি লুটালি কা'তে
কি লাগি, সুধাই ?

৩

আহা ! এ প্রকৃতি খেলা
উষায় প্রদোষে।
দেখিতে এ সব কিলো
সাধ নাই হেসে !

৪

তাই কিগো ঢেলে দিলি
আপনার শির ?

জগত তোমার কাছে
এমনি তিমির ?

৫

আহা ! ছিছি ! দিস্‌নেলো
ভেঙ্গে শির হায় !
জগত বাসিতে ভাল
সাধ নাহি যায় ?

৬

ওর বুক মধুমাখা
পেলব কোমল।
"আপনা" সরায়ে নিলি
কেন তাই বল্‌ ?

৭

আহা হা ! এ ভাঙ্গাশিরে
এত ছুটোছুটি।
তোর দুখে ওরা যে গো
হ'ল শত কুটি !

৮

বলিলিনা একবার
ছুটী বাণী হায় !

অমনি ঢালিয়া দিলি
নীরব ধরায়!

৯

চোখে লয়ে শত আঁখি
ওরা আছে চেয়ে।
ভুলি কি উঠিনু পুনঃ
হা অভাগি মেয়ে!

১০

দেলো তুলি ভাঙ্গাশির
ভগ্ন দেহোপরে।
নীরব মুকুল তুই
কেন যাবি ঝ'রে?

১১

এই তো জনমি লীলা
আসিবেনা আর।
তুলে দেলো ভাঙ্গাশির
মিনতি আমার!

—০:*:০—

দুখ সন্তপ্ত।

১

ঊষার প্রভাত হ'তে,
রবিটি ফিরিয়া চে'তে,
কে তুমি হে আসি।
অমনি রুচির বুকে,
ঢেলে দিলে শত মুখে,
তমসার রাশি।

২

সবে যে ঊষার আলো,
মুছিয়ে মুখের কালো
সোণার আঁচলে।
দাঁড়াইয়ে স্নেহবুকে,
আনন্দ সহাস্য মুখে,
ভানুটীরে কোলে।

৩

ছেলে ভানু রুচিরাশি,
ছড়া'য়ে শৈশব হাসি
আঁখি উঠাইয়া।

জাহ্নবী যমুনা তীরে,
পদ দুটী ধরা শিরে,
তুলি দাঁড়াইয়া।

৪

খেলিতে সাধের খেলা,
ফুটিল মালতী বেলা,
চামেলী সেফালি।
আতর মলয়া আঁখি,
খুলিল সোহাগ মাখি,
সুশীতল ঢালি।

৫

সাধের কনক বন,
ঘুমে ছিল অচেতন,
খুলিল বয়ান।
বৃক্ষোপরে পক্ষীকুল,
কলাভৃৎ বুল বুল,
খুলে দিল তান।

৬

শ্মশান সৈকত তীর,
যমুনা জাহ্নবী নীর,
উঠিল উত্তেজি।

দুলিল সরোজ জলে,
মধুপ লোলুপ দলে
ভীতে গেল ত্যজি।
৭
প্রভাতী উষার রাগ,
ঢেলে দিল অনুরাগ
জগতের শিরে।
স্বরগের পবিত্রতা,
কহিল মধুর গাথা
ধরা পানে ফিরে।
৮
এমন প্রভাত কালে,
উষার ভানুর জালে
ঘিরিয়াছে ধরা।
এই শুভ নীলিমায়,
করিতেছে "হায় হায়!"
সুধু ও'রা কা'রা।
৯
হায়! এ উষার ভানু,
ডুবে গেল পরমাণু,
আঁধার করিয়া।

উষার আলোক মাঝে,
দাঁড়ায়ে বিষাদ সাজে
হৃদয় খুলিয়া।

১০

এত কি সন্তপ্তে হায়!
গণ্ডদেশ ভেসে যায়,
অগাধ সাগরে।
এত কি মরম জ্বালা,
করিল অনল ঢালা
বিষাদ অন্তরে।

১১

উষার প্রথমাভায়,
ডুবে গেল নীলিমায়,
হায়! রবি কার।
উষাতে আঁধার করি,
কোথা গেল খসি পরি
রবিটি তাহার।

১২

আর কি অগাধ হ'তে,
দিবে না কো বক্ষ পেতে,
যাহা তা'র ছিল।

ঘুমন্ত উষার মুখে,
ঢেলে দিতে শত সুখে,
কোথায় ডুবিল !

১৩

আঁধারে আঁধার দিয়া.
ঢেলে দিল আলো হিয়া,
দুখ পারাবারে।
এমন আঁধার দেশে,
ওরা কেযে হেসে হেসে,
মিশিল আঁধারে।

১৪

হায় ! এ মরম জ্বালা,
কেমনে সহিবে বালা
ধরায় থাকিতে !
ভাঙ্গিবেনা দুরবল,
সুধু কপালের ফল,
বিধির মহীতে।

১৫

দুখ জ্বালা অশ্রুধার,
বিষ জীবনের ভার,
কেমনে বহিবে !

এ দুখ সন্তপ্ত জ্বালা,
হায়! কিসে স'বে বালা,
কেমনে সহিবে!

—(০ঃ*ঃ০)—

সুহাসি।

১

চোখে চোখে এক হ'তে ঢেলে দাও হাসি!
উষা বিজড়িত মাখি,
উঠায়ে প্রীতির আঁখি
আমি কি বলেছি তোরে "বড় ভালবাসি"!

২

উষার আননে ঢালা তোরি ও সুহাসি!
ঢেলে দিস্ শতধারে,
পাগল করিয়া কা'রে?
আমি কি দেখিতে তোরে এ বিজনে আসি!

৩

এ দুটী নয়ন এক হ'তে অভিলাষি!
আশা পথ রও চেয়ে,
হা বালা ত্রিদিব মেয়ে!
আমি কি তোমার তরে হয়েছি উদাসী!

৪

প্রদোষে উষাতে সদা থাক পরকাশি !
দূর হ'তে দেখা পেয়ে,
এক ধ্যানে রও চেয়ে,
বলেছি কি তোর তরে হইব সন্ন্যাসী !

৫

কাছে এসে ঢেলে দাও সুষমার রাশি !
কথা কও হেসে হেসে,
নিকটে সাধিয়া এসে,
ভাঙ্গাইতে অভিমান ছড়াও সুহাসি !

৬

বিজন কান্তারে রও কানন সম্ভাষি !
কি এক আনন্দ তোরে,
বেধেছে সহস্র করে,
কে যেন ঢেলেছে চিতে পীযুষের রাশি !

৭

ভাসে সদা তোর মুখে সুধা পৌর্ণমাসী !
ছুটে ছুটে এস কাছে,
অনুক্ষণ হৃদি মাঝে,
থাক সোহাগের ঢালা নীরবে প্রকাশি !

৮

আমি কি বলেছি তোরে "বড় ভালবাসি"।
তাই তোর বাঁস দিয়া,
দিস্ মোরে মাতাইয়া,
তোরি তরে হব যেন স্বশ্মশান বাসী!

প্রেমাহ্বান।

১

চাঁদের আলোক সনে,
মেখে লও নিজ মনে,
সুন্দর মূরতী খানি আলোকে ধুইয়া!
আধার আঁড়াল দেশে,
সদা রহ ভেসে ভেসে,
নিশা ভাগে তন্দ্রাঘুমে উঠ শিহরিয়া!

২

ঊষার আলোক মাখ,
কা'র পথ চেয়ে থাক,
কি যেনগো অনিমেষ নয়ন বিহ্বলে।

সাঁঝের তারকা রাজি,
এসেছ ছানিয়া আজি,
সুন্দর মুরতী দিয়া ওই করতলে !

৩

ফুটায়ে চামেলী বেলী,
আজ তুই কোথা এলি !
গিয়াছিলি কত দূরে কা'র কোন দেশে !
পেলব পরশ করে,
সাথে করে' এ যে কারে,
এ অপরিচিত কাছে নিয়ে এলি হেসে ?

৪

ও'রে যে চিনিনা আমি,
সুধু জানি অন্তর্য্যামী
উহারে ও গ'ড়ে দিল দিয়ে দুটী কর।
যেমন সবাই আসে,
সুখে দুখে শোকে ভাসে,
ও ও তা'ই একজন জগত ভিতর।

৫

প্রাণে তোর তুলে একে,
নিয়ে এলি আলো মেখে,
যে দেশের লোক ছিল সে দেশে মলিন।

আজ তুই আত্ম-মেতে,
কি দিলি ও বুক হ'তে,
প্রদোষ করিয়া দিলি সাধের বিপিন!

৬

চিনিনা কাহারে আনি,
ঢেলে দিলি প্রাণ খানি,
পরেরে কি দিয়ে আজি কহিলি আপন!
অভ্যাগত পথিকেরে,
বসাইলে সমাদরে,
হৃদয়ের দ্বার খুলি পাতিয়া আসন!

৭

পথিক অচেনা দেশে,
কেন এল হেসে হেসে,
বিনে সমাদরে কেন আসিলে বসিয়া?
অচেনা পরশ কর,
পেলব এমন তর,
পাইনি কখন যে গো ভবে জনমিয়া!

৮

তুই তোর সুধা ঢালি,
কেন মুছে দিলি কালী,
কেন খুলে দিলি মোর এ অন্ধ নয়ন?

জগতে তোমার ধাম,
পবিত্রতা "প্রেম" নাম,
স্বরগে তোমার দেবি! রয়েছে আসন!

৯

যদি এলে ধরাধামে,
মিলিলে দেবের নামে,
গোপনে হৃদয়ে সদা করি বিচরণ।
নয়ন খুলেছি ভাই!
দাঁড়াও আমার ঠাঁই,
অতৃপ্ত হৃদয় ভরি করি বিলোকন!

১০

জানিনা কেমন রূপ,
গড়ি মনে অণুরূপ,
কল্পনা রাজ্যের মাঝে দেবী একখানি।
শুভ সম্মিলনে আজি,
অভিনব বেশে সাজি,
দাঁড়াও আমার কাছে ফিরে অভিমানি!

১১

পাও দুটি দাও শিরে,
দাঁড়াও সমুখ ফিরে,
হৃদয়ের ফুলে আজি পূজিগো তোমায়!

অমরা স্বর্গীয়া বালা!
মুছে দাও দুখ জ্বালা!
প'ড়ে রই মন সাধে ও যুগল পা'য়।



সে কেমন হবে।

১

এ জগতে সে কেমন হবে?
শারদের চন্দ্র সম,
সু-লাবণ্য অনুপম,
শোভে কি সে দীপ্তি মালা বদনে নীরবে।
এ জগতে সে কেমন হবে?

২

এ জগতে সে কেমন আসি?
তুলেছে কুসুম ফুল,
দুলা'য়েছে কাণে দুল,
শোভে কি বদনে তার গোলাপের হাসি?
এ জগতে সে কেমন আসি?

৩

তার গায়ে কেমন সুবাস ?
শতদল গন্ধরাজ,
তার কি দেহের সাজ,
গোলাপ চামেলী বেলী গায়ে তা'র বাস ?
তা'র গায়ে কেমন সুবাস ?

৪

তা'র স্বর কা'র মত শুনি ?
কোকিলের মধু রব,
কিম্বা কলকণ্ঠ সব,
হবে তা'র সুমধুর নির্ঘোষের ধ্বনি।
তা'র স্বর কা'র মত শুনি ?

৫

তা'র দেহে কেমন সুষমা ?
বসন্তের রূপ রাশি,
বহে কি উছলি ভাসি
জগতের অতুলনা স্বর্গের প্রতিমা ?
তা'র দেহে কেমন সুষমা ?

৬

পর দুখে সেকি আত্মহারা ?
পরদুখে অশ্রুজল,
হারায় সান্ত্বনা বল,
ঝরে নয়নের বারি জলদের ধারা ?
পর দুখে সে কি আত্মহারা ?

৭

নিদাঘের মত বহে জল ?
নীহার সদৃশ্য হীরা,
ঝরে যায় বহি শিরা
মুখ খানি ভেসে যায় সর্ব্বাপী কমল ?
নিদাঘের মত ঝরে জল ?

৮

মনে হয় সে যেন কি চায় ?
সে সুধা বিশাল কায়,
মাখা যেন জোছনায়,
সুন্দর আননে যেন সুরভি লুটায় ?
মনে হয় সে যেন কি চায় ?

৯

সে কিবা গো চাহিবে আবার ?
সে চায় ব্যথিত জল,
পর দুখ-হারা-বল,
সে স্থধু দু'ফোটা চায় প্রেম অশ্রুধার !
সে কিবা গো চাহিবে আবার !

১০

আর চাহে মহত পরাণ !
প্রকৃত মহত যা'রা,
অবনী উপাস্য করা,
সবার নমস্য যিনি পরার্থের প্রাণ !
আর চাহে মহত পরাণ !

১১

তা'রে ভালবাসে কি সবায় ?
কে যেন সদাই চিতে,
কারে সদা সম্ভাষিতে,
তৃষিত হইয়ে ডাকে অজ্ঞাত কাহায় ?
তারে ভালবাসে কি সবায় ?

১২

অবশ্য সবাই ভালবাসে!
সে মিশে দুখীর সাথে,
মহত্ত্বের আপনাতে,
সে মিশায় আত্মা তা'র সুখীজন হাসে!
তাই তা'রে সবে ভালবাসে!

১৩

আমি তা'রে চিনি খুব ভালো!
দূরে দূরে ঘুরে ফিরে,
আত্মদানে শত-কিরে,
মুখ খানি ভরা তার বিজনের আলো!
আমি তা'রে চিনি খুব ভালো!

১৪

সুধু সনে নাই পরিচয়!
ডাকিলে না কাছে আসে,
দূরে দূরে সুধু হাসে,
জানিনে সে প্রাণ ঢাকা কা'র গাথা রয়!
সুধু সনে নাই পরিচয়!

১৫

জানিনা সে হবে রে কেমন !
স্নধু ভরা উত্তেজনা,
বদনে মহত্ত্ব নানা,
কি যেন দৃঢ় ভাবে করে শতপণ !
জানিনা সে হবে রে কেমন !

১৬

দেখিয়াছি বকুল তলায় !
প্রদোষে বকুল তলে,
ফুল গুলি দলে দলে,
গাঁথিত তাহার শ্রক চারু চিকনায় !
দেখিয়াছি বকুল তলায় !

১৭

কাননে দেখেছি বায়ু খেতে !
ফুল গুলি নিত ভুলে,
আবার ফেলিত খুলে,
মনহরা চিত্তহরা শতভাবে চেতে !
কাননে দেখেছি বায়ু খেতে !

ত—

১৮

উষায় কুসুম চয়ণেতে!
ঈশ্বর সপর্য্যা তরে,
প্রভাত ভরিয়া ঘোরে,
অর্পিত অঞ্জলি তা'র দেব চরণেতে।
উষায় কুসুম চয়ণেতে!

১৯

সে তো ওগো শ্মশান বাসিনী!
ঘুরে ঘুরে ভস্ম মাখে,
মৃত্যুঞ্জয় প্রাণে আঁকে,
চাহেনা সংসার সেতো নিত্য উদাসিনী।
সে তো ওগো শ্মশান বাসিনী!

২০

সে "আমার" এই মাত্র পণ!
তা'রে আমি ভালবাসি,
হৃদয়ে ধরিয়া হাসি,
নামটি মাধুরী ভরা সাধের "মরণ।"
সে "আমার" এই মাত্র পণ!

—০:*:০—

কোথাযায়।

১

কে জানে গভীর নিশা ভীষণ আঁধার।
　　জ্বলেনা জোনাকী আলো,
　　হাসেনা জগত, কালো
তমসায় গরাসিয়ে আছে চারিধার!
　　চাঁদিমা নয়ন তুলে,
　　হাসেনা জগত ভুলে
ফুটেনা অম্বর কোলে হাসি তারকার।
　　নীরব জগত খানি,
　　আঁধার টানিয়া আনি,
ধরিয়াছে আলিঙ্গিয়া বুকে আপনার।
　　কে জানে ভীষণ নিশি,
　　ছে'য়ে আছে দশ দিশি,
কে জানে কোথায় চলে পথ ভুলে কা'র!
　　সুধু রে আপনা ভুলি,
　　মমতা বাঁধন খুলি,
কি যেন কোথায় চলে অন্তরে কাহার।
　　কে ডাকে স্বপন ঘোরে,
　　কে সদাই মনে করে,

কে জানে অদূর ধামে কে আছে তাহার
কে জানে কোথায় যে'তে,
কা'র স্নেহ প্রীতি পে'তে,
এমনি ভীষণ রেতে ছাড়িল সংসার!

২

আবার—

শত ঝড় বহিতেছে করি গরজন।
মেঘ গুলি মুখ তুলে,
রয়েছে হৃদয় খুলে,
বুঝিএ মন্থনে ধরা হইবে পতন।
সমীরণ সাথে মিলি,
ভীষণ নির্ঘোষ তুলি,
গে'তেছে ছুটিয়া গীতি ভৌতিক ভীষণ।
বজ্রপাত বজ্রনাদে,
বালক শিহরি কাঁদে,
সৌদামিনী তীর বেগে করে বিচরণ।
এমনি পিশাচ মাখা,
ধরাধাম বিভীষিকা,

কে যেন তাহাতে তুলে দিয়েছে নয়ন।
কে জানে মেঘের পরে,
কে তাঁরে আহ্বান করে,
কে ছুটে কাহার আশে পে'তে দরশন।
ভীষণ পিশাচ ঝড়,
থাকেনা কো ভয় ডর,
চলে যায় আত্মা সনে মিলিয়ে পবন।
এ কেন ভীষণ নিশি,
কে রহিয়া দশদিশি,
কোথা যে'তে কে যে তাঁরে করে আবাহন।

৩

আবার—

হাসিছে বিশাল ধরা জোছনা মাখিয়া।
নক্ষত্র হাসিয়া কোলে,
হেথা হোথা পরে ঢলে,
চাঁদিমা অম্বর কোল আছে উজলিয়া।
খদ্যোত জালিয়া পাখা,
অদূরে দিতেছে দেখা,

নীরব মধুর বায় যেতেছে বহিয়া।
তমাল বকুল গাছে,
ডাকিতেছে মাঝে মাঝে,
সুমধুর রব তুলি চন্দন পাপিয়া!
কাননে কুসুম চয়,
হেসে হেসে সারাহয়,
রজত নীহার কণা বদনে শোভিয়া।
প্রকৃতি আপনা ভুলে,
হাসিছে হৃদয় খুলে,
এমনি সুখেতে কেবে আঁখি নিমীলিয়া।
কে জানে সহস্র হাসি,
কোথা কা'র গে'ছে ভাসি,
সে যায় কোথায় আজি প্রকৃতি ভুলিয়া।
প্রফুল্লে জগত মাখা,
হাসিটী রয়েছে আঁকা,
এ হাসি কেমনে সে যে গেল পাশরিয়া।

৪

হায় !—

সকলি ভুলিয়া সে যে কোথা চলে যায় !
দেখেনা প্রকৃতি ভরা,
সুখ আশে পূর্ণ ধরা,
বারেক নয়ন তুলে ফিরিয়ে না চায়।
সে যায় কাহার আশে,
কোন ধাম কা'র বাসে,
কে জানে কোথায় চলে পাশরি আত্মায় !
ভয় ডর সুখ ভুলি,
চাহেনা নয়ন তুলি,
ভাঙ্গিয়া সাধের হাট কোথায় পালায়।
স্নেহ প্রেম পূর্ণ মেলা,
না হ'তে ফুরায় খেলা,
অমনি জগত ভুলে, কোথা কারে হায় !
চাহেনা ফিরিয়া আর,
চলে যায় আশে কা'র,
কে জানে কোথায় মিশে অনন্ত ধরায়।

পাবনা পাবনা কভু,

সে সুধু গিয়াছে রাখি স্মৃতি ভরা তায়।
সেই টুকু মনে স্মরি,
জগতে সংসার করি,
জানিনা এ মর আত্মা কবে কোথা ধায়।

—:০*০:—

আশালতা।

১

কল্পনার বীজগুলি,
যতনে সঞ্চিয়া তুলি,
দিয়াছিনু হৃদোদ্যানে প্রীতি উপহার।
তোরি তরে তোরিতরে,
কত সাধ প্রাণে ধরে,
সিঞ্চিয়া সে বৃক্ষোমূলে বারিধির ধার।
আশা! তুইরে আমার!

২

অতি যতনের পরে,
আজিরে দু'দিন ধরে,
উঠিয়াছে ক্ষুদ্র লতা প্রিয় কল্পনার।

মরু ভূ উদ্যান কোণে,
এমন লতিকা সনে,
কে জাগালে তন্ত্রি খুলি হৃদয়ের তার!
আশা! তুইরে আমার।

৩

চেয়ে থাকি তোর পানে,
হৃদয় তোমাতে টানে,
হৃদয় জানেনা কেন প্রাণে আপনার।
আপন হাসিটি তুলি,
সহকার সাথে চলি,
গাও শুভ ফুলকুল! সাথে জোছনার।
আশা! তুইরে আমার!

৪

জানিনে দুখের জ্বালা,
জানিনে অসুখ বালা!
জানিনা কি গুরু ভারে আছে সারাসার।
তোরি মুখ চেয়ে সদা,
হৃদয়ে বাসনা বাঁধা,
এমর জীবনে তুই, আমারি সংসার।
আশা! তুইরে আমার!

৫

জানিনা এ অযতনে,
অবহেলা দেহ সনে,
তুই যে উঠিলি ফুটে গোলাপের ধার !
সুবাস সুরভ দিয়া,
দিলি মোরে মাতাইয়া,
স্বরগের লতা তুই আলোক আঁধার !
আশা ! তুইরে আমার !

৬

কত দিনে বড় হবি,
অঙ্কিয়া প্রীতির ছবি,
কত দিনে বলে দিবি তোর সমাচার !
আমি তো জানিনে তোরে,
দিব সুধু মনে কোরে,
স্বরগের ফুল তুই ত্রিদিবের দ্বার !
আশা ! তুইরে আমার !

আত্মাদর।

১

রেখেছি আত্মারে মোর কত সমাদরে।
বুক দিয়ে ঢেকে রাখি,
চোখে চোখে সদা থাকি,
যেন না পালায়ে যায় মোর অগোচরে।

২

নীরব বাতাস ভরে যদি গো পালায়।
তাইতো শৃঙ্খল দিয়া,
বাঁধিয়াছি প্রিয় হিয়া,
কঠিন যাতনা ডোরে বাঁধিয়া তাহায়।

৩

দুখ ব্যথা পে'তে গায় কয় কাণে কাণে।
সয়না তাহার জ্বালা,
বিধির মহিমা ঢালা,
স্নেহভাব মাখা তাঁর মধুর বয়ানে।

৪

তারে আমি ভালবাসি করি গো সাদর।
সে যখনি যাহা চায়,
দুর্ব্বল অক্ষম কায়,
সাধিতে বাসনা তা'র হয় দৃঢ়তর।

৫

বরিষার ধারা দিই শীতল করিতে।
নিদাঘ সমীর দিয়া,
শান্ত করি তা'র হিয়া,
দেইনা দেহান্তে তার ঘামটি ঝরিতে।

৬

শারদের হাসি দিই বাসন্তী প্রকৃতি।
ফুলের সুবাসরেণু,
মেখে দিই অণু অণু,
হেমন্তে ধরিতে তা'র মহানীয়া স্মৃতি।

৭

সুখ যদি কহে মোরে,দিই হাসাইয়া।
বুক যদি ভাঙ্গে দুখে,
কয় মোরে শত মুখে,
অমনি নয়ন নীরে দিই ভাসাইয়া।

৮

আবার পঙ্কিলে তা'রে রাখিগো আবরি।
সংসারের কোলাহলে,
আবরি বুকের তলে,
সযতনে বুক চিরে শত প্রাণে ভরি।

বাসনা পিয়াসা যবে ভাসে অবিরল।
তখনি সাধিতে তাই,
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাই,
দুর্ব্বল হৃদয় টুকু খুলে দিয়ে বল।

১০

অন্তরালে রাখি সদা গোপনে নীরবে।
যোগীর ধ্যানের বলে,
মহত্বের অশ্রুজলে,
এমন সাধনা হায় নিরাশার ভবে।

১১

তারে কেন অযতনে দিব শুঁকাইয়া।
আয়ু টুকু যত তার,
ভুলে গিয়ে নিরাশার,
আশা দিয়ে মুখ থানি দিই মুছাইয়া।

১২

সয়না তাহার ধারা তার অপমান।
তার লাগি হিংসা দ্বেষ,
নাহি দিব পরমেশ!
শুধু তারি লাগি দিব আত্ম-বলিদান!

১৩

সে যাহা করিতে চায় তাহাই করিব।
যখন সে অবহেলি,
চলে যাবে পা'য় দলি,
তখনি অবশ আঁখি নীরবে মুদিব।

১৪

তারে তো দিয়াছি মোর সাধের কানন।
সাধনার স্থল করি,
হৃদয়ে রেখেছি পুরি,
দিয়াছি যে শক্তি টুকু যাবৎজীবন।

১৫

থাক্ "আত্মা" সমাদরে করিব আদর।
আরো শত বক্ষ চিরে,
ডুবাব গভীর নীরে,
নমস্তিব অশ্রুজলে বুকের ভিতর।

১৬

অবহেলে ঠেলি যদি আদর ফেলায়।
অমনি যোগীর নামে,
ঢেলে দিব প্রাণায়ামে,
ছুটিব নীরব গীতে মাতায়ে আত্মায়।

সুধু ভুলভাঙ্গা

১

অনন্ত বাসনা ধরি আসিয়াছি ভবে।
নীলিমার ছায়া ধরি,
দিলে যদি "এক" করি,
সুধু কিহে দেব দেবি! "ভুলভাঙ্গা" র'বে!
সুধু ছায়া ভরা প্রীতি,
সুধু মাত্র হুটি স্মৃতি,
এসেছিল হুটি ভবে মিশাতে নীরবে।
অতল জলধি তলে,
একটুকু ছায়া জ্বলে,
সুধু হু'টি প্রাণ ভরা "ভুলভাঙ্গা" র'বে!
আজি ও তো নীলাকাশে,
শারদ চন্দ্রমা হাসে,
আজি ও তো ঢালে সুধা অমরা নীরবে।
আজি কোটি চন্দ্র তারা,
হয়ে যায় আত্মহারা,
এ হুটি পরাণে সুধু "ভুলভাঙ্গা" র'বে!

সমীরে ও দু'টি স্মৃতি,
সে গা'য় দেবের গীতি,
সে গায় তুলিয়া তান আপনার রবে।
ফুলে ফুলে স্মৃতি ঢালা,
আজি ও প্রকৃতি বালা,
তোমাদেরি স্মৃতি মাখি ঢালে সুধা ভবে।
বিহগের কণ্ঠস্বরে,
তোমাদের মনে করে,
তোমাদের ছায়া মাখি জগতের সবে।

২

দুটি পদে অগ্রসরি ফিরি আরবার।
মরতে চরণ দিলে,
সে কি তবে ভুলে ছিলে,
এ মর জগতে দুটি পাতিয়ে সংসার।
তোমাদের স্মৃতি কণা,
ভগ্ন সুধু বুক খানা,
এখনো রয়েছে পরি দুরে দুজনার।
ধরেছিলে ঘুম ঘোরে
"আমার আমার" কোরে,
"স্নেহ" নাম ছিল সুধু গোপনীয় সার।

ছায়া টুকু অবহেলে,
হায়! কোথা চলে গেলে,
হলনা কি ভুল প্রাণে দয়ার সঞ্চার।
সে কিগো স্বপন ঘোরে,
বেঁধে ছিলে দৃঢ় করে,
আবার ভাঙ্গিলে ভূল ভাঙ্গায়ে তাঁহার!
তোমরা গো দেব দেবি!
জগত অমর ছবি,
অমর মাখানো স্মৃতি স্বরগ আত্মার।
পরমেশ এক কোণে,
সৃজেছেন দুইজনে,
ত্রিদিব পবিত্র তা'তে মিশাইয়ে তাঁ'র।
স্বরগে জনম যে গো,
স্বরগে স্বরগে থেকো,
কর সুখে বিচরণ ভুলিয়ে সংসার।
কিন্তু পূজ্যা দেবি দেব!
তোমরা মোদের সব,
তোমাদেরি পদ ধরি খুলিয়াছি দ্বার!
পেতেছি সংসার খেলা,
মিশাইয়ে প্রেম মেলা,

তোমাদের আশীর্ব্বাদ "শুভ" দুজনার।
কিন্তু পিতঃ! কিন্তু মাতা!
সুধু প্রাণে বড় ব্যথা,
ও দুটি বিহনে স্নেহ পাই সবাকার।
সংসারের গৃহ ভরা,
জগত অমর করা,
কোথায় শ্বশুর আজি শাশুরী আমার!
তোমরা বসায়ে মেলা,
পাতিলে সাধের খেলা,
হাত দুটি স'পে দিলে পরাণে ধরার।
ডুলিয়া খুঁজিয়া রই,
ভূলে ভুলে সারা হই,
তুমি দেব! তুমি দেবি! সকলি আমার!
তোমাদের পদ রেণু,
এই দুটী পরমাণু,
তোমরাই দয়া দানে করে লবে পার।
তোমাদের ছায়া মাখি,
সুখে দুখে ঘরে থাকি,
তোমাদের স্মৃতি সুধু বাঁধ দুজনার।

৩

স্নেহের ভাণ্ডার সে তো দেখে নাই চোখে।
বসেনি ও দুটি কোলে,
ডাকেনি আশার বোলে,
শোয় নাই তোমাদের স্নেহ মাখা বুকে।
আজি গো এ দুটি ভরা,
হইয়াছে লক্ষ্মী ছাড়া,
পায়নি চরণ দুটি বিধির বিমুখে।
ঘুম ঘোরে একবার
"বাবা, মা" আসেনি তাঁর,
কে জানে তাঁহারে ধরা কত ব্যথা দুখে।
আধার আধারে ব'ল,
তাঁরা দুটি কোথা গেল,
"ভুল ভাঙ্গা" সুধু হায়! জগতের বুকে।
সুধু সেই প্রীতি মাখি,
আছে "আপনাতে" রাখি,
সুধু এ চাহিয়া ভব দুটি স্মৃতি মেখে।
আশৈশব স্মৃতি ঢাকা,
সুধু দুটি ছায়া মাখা,
প্রেমময় প্রেমাধার গে'ছে ছায়া রেখে।

নীরবে ভূমির পানে,
চাহে মরমের তানে,
কত শ্বাস হা হুতাশ বহে দুখ বুকে।
আসেনা নয়নজল,
পায়না সান্ত্বনা বল,
সুধু ভগ্ন বুক খানা রয় সদা ঢেকে।
উপাস্য তোমরা দুটি,
স্বরগে রহিবে ফুটি,
ধরিবে চরণ কোলে ভূল-মাখা সুখে।

৪

স্বরগের দেব দেবি! অমর সদনে।
জরা মৃত্যু ধরা ভরা,
তাপ হাহাকার করা,
ছোবে কি সংসারে আসি পশিয়া ভুবনে।
স্বরগের সুর বাস,
অমরা ত্রিদিব আশ,
পবিত্র পূতের দেহ পবিত্রার মনে।
উঠিতে চাহিও হেথা,
ছায়া টুকু পরি যেথা,
পাও দুটি মুঁছে লও উঠিতে আসনে,

আমরা পেতেছি শিরে,
দাও পবিত্রার নীরে,
মিশাইয়ে পদধুলি জাহ্নবীর সনে।
বুকের আড়াল করি,
আঁধারে রাখিব ধরি,
তোমাদের "স্নেহাশীষ" এ মরু-জীবনে।
অক্ষয় আশীষ দানে,
অমর হইব প্রাণে,
বিপদে ধরিব তারে দুটি শির সনে।

৫

অন্তিম নিকটে এলে,
হাত দুটি ধরো তুলে,
সাদরে বসায়ে ওই চারু শ্রীচরণে!
অনন্তের পর পারে,
পাই যেন দেখিবারে,
পারি যেন লভিবারে বাসনার মনে।
তোমাদের পায় ধরি,
পাব তরণের তরী,
ডুবে যদি মরি তবে ধরিবে চরণে!

শ্মশানে অমর ঢালা,
দাঁড়াবে ত্রিদিব বালা,
দেখাইয়া পূত-পথ দেবের সদনে।
তোমরা আশীষ কর,
ক'রে দাও শুভ "বর"
অক্ষয় অমর হোক্ মরের জীবনে।
ডাকিব সে দেশে গিয়া,
খুলে দিয়া ভক্তি হিয়া,
দেখে নিও দেব দেবি! কত আশা মনে!
ভুল ভরা ধরাধাম,
লব মুখে দুটি নাম,
তোমরা তো "ভুল ভাঙ্গা" জগত আননে!

—০:*:০—

প্রীতি-আত্মহারা।

১

জীবনের ভূমিকার মাঝে
পেয়েছিনু বড় প্রীতি সুখ।
হেরেছিনু আশা তৃপ্তি ভবে,
সেই সেই এক খানি মুখ।

২

প্রতিবিম্ব হৃদয়েতে ধরি
দেখিয়াছি প্রফুল্লতা মাখা।
দেখিয়াছি শত বক্ষ চিরে,
এক খানি হাসিমুখ আঁকা।

৩

এ উৎস উর্ম্মিমালা চিতে
প্রত্যেক পল্লবে সুধা ব'বে।
এ চন্দ্রমা তারকা নিকর
সহস্র নয়নে চাহি র'বে।

৪

এ নির্ঝর সুশীলতা ল'য়ে
সুতানেতে যেন বয়ে যায়।
মলয় সমীর নিতি নব
পুলকে জুড়ায় যেন কায়।

৫

ও জলদে নিনাদিবে ভেক
ডাকিবে অযুত কর তুলি।
বিটপী দাঁড়ায়ে রবে তার
মহানীয় শির ভাগ ভূলি।

৬

বিহগেরা গাবে সুললিত
পরশিয়া মানব শ্রবণ।
প্রকৃতি সাজিবে ফুলে ফুলে
ধরাটী করিয়ে সুশোভন।

৭

প্রদোষ হাসিবে তন্দ্রা ঘুমে
নিদাঘ চাহিয়া রবে ধরা।
অমর লভিয়ে লবে শত
জগতের জড় বসুন্ধরা।

৮

জীবন ভূমিকা যেন হয়
বিজ্ঞানের প্রথম মুকুল।
হেসে লবে শত বসুন্ধরা
উদীচীর দিক করি ভুল।

৯

আমি আজি শত আত্মহারা
বলোনা পাগল উন্মাদ !
প্রীতি পূর্ণ সেই হাসি শুধু
জীবনের একমাত্র সাধ !

——:*:——

সাধের কল্পনা।

১

শারদ কালীন সাঁঝে ফুটে রবে তারা।
বসুন্ধরা হাস্য মুখে,
বিস্তারিতে শত বুকে,
চাঁদিমা হাসিয়া রবে উজলি অম্বরা।
অদূরে বিটপী শ্রেণী,
বসি তায় বিহঙ্গিনী,
ধরিবে মরম স্পর্শি গীতি স্বপ্নস্বরা।
বসিবে প্রকৃতি দেবী,
উজলি সাধের ছবি,
ধরনীর বুকে ঢালি প্রসূনের তারা।

এমনি সুন্দর করি,
ধরাটি জোছনা পরি,
চেয়ে রবে দশ দিকে ঢালি সুধা ধারা।
আমি সে জোছনা মালা,
প্রকৃতি অমিয়া ঢালা,
ভুলে গিয়ে হ'য়ে যাব শত আত্মহারা।
মরণের সঙ্গিনীটি,
নিকটে আসিবে ছুটি,
হ'বে প্রাণ তারে হেরি কৃতজ্ঞতা ভরা।
সে লবে ধরিয়া হাতে,
চলে যা'ব তার সাথে,
অদূরে অনন্ত যথা নাহি দুখ জরা।
সে আমার কর ধরি,
সহস্র আশীষ করি,
করে দিবে সমাদরে জীবন অমরা।

২

অথবা বসন্ত কালে উষার আনন।
যেন আধ ছায়া ধরি,
পরে রবে নীলাম্বরি,
গগনে চাহিবে মৃদু গ্রহ তারাগণ।

চাঁদিমার আধ ছায়া,
উজলিবে ধরা কায়া,
আধেক আঁধার বুকে হাসিতে বিজন।
নিশাচর ধীরে সরি,
যাবে আলো পরিহরি,
বিহগ ঘুমের ভোরে দেখিবে স্বপন।
শিহরিয়া তন্দ্রাছায়,
জাগাইয়া নীলিমায়,
গাহিয়ে উঠিবে গীতি ভেদিয়া শ্রবণ।
এমনি দৃশ্যের ভোরে,
প্রকৃতি বিহ্বল ক'রে,
মাখিবে সুন্দর কায় সুবাস চন্দন।
আমি সেই ধরা বুকে,
ডুবিব মধুর সুখে,
ধরিয়া মরণ হাত হ'তে নিমগন।
সে আমার হাত ধরি,
লয়ে যাবে দূর পুরী,
যেখানে ফুটিয়া পূত পারিজাত গণ,

সকলেই হাসি মুখে,
বিচরিছে শত সুখে,
সে দেশে পাতিয়া দিবে কোমল আসন

৩

অথবা বরিষা কাল মধ্যন্দিনাকার।
প্রচণ্ড সূর্য্যের কর,
হইয়াছে খরতর।
বালারুণ দীপ্তি ছায় উপরে ধরার।
উট আদি রাঙ্গা গুলি,
শুঁকায় নীরব তুলি,
ফুলগুলি ঝরি যায় মলিন আঁধার।
কভু সে প্রখর ভেদি,
জীমূত উঠিছে উদি,
সমীর বহিছে যেন করি একাকার।
আঁধার জলদ গুলি,
ঢালিল হৃদয় খুলি,
যুঝিয়া সমীর সনে এক বিন্দু তার।
কলকণ্ঠ ছাড়ি তান,
প্রলয়ে পাতিল কান,
বহিল পবন বেগে মাতি দশ ধার।

তিতিল শ্যামল ক্ষেত্রে,
ঝলসিল প্রীতি নেত্র,
ধরণী অপূর্ব্ব ভাবে ছড়াল বাহার।
আমি সেই সমীরণে,
চলিনু সঙ্গিনী সনে,
পাতিতে সাধের চিতা যেন আপনার।
শ্মশানের তীর পরে,
ধরি তার শত করে,
আমি যেন ঝাঁপ দিব হইতে অঙ্গার।
শত বৃষ্টি ধারা দিয়া,
দিবে চিতা নিবাইয়া,
ছাই গুলি ধুঁয়ে যা'বে হাসি মুখে তার।

৪

অথবা নিদাঘ কাল নিশা পৌর্ণমাসী।
শশধর হেসে সারা,
ফুটিয়া অযুত তারা,
হেসে হেসে তারা যেন যেতে চায় খসি।
কিরণ মাখিয়া কায়,
চেয়ে আছে নীলিমায়,
জোছনায় স্নাত ধরা মুখে শুভ্রহাসি।

পক্ষী কুল কলকণ্ঠে,
গাইতেছে এক কণ্ঠে,
বেহাগ সপ্তম তুলি বৃক্ষোপরে বসি।
ফুল গুলি মাথা মাখি,
খুলে দিয়ে শত আঁখি,
চেয়ে আছে ধরা পানে মেলি রূপ রাশি।
চঞ্চরী ও চঞ্চরীকে,
মৃদুল ঝঙ্কার মেখে,
বসিতেছে ফুল পরে ছুটে কভু আসি।
প্রকৃতি বিভল হিয়া,
আঁখি দুটি খুলে দিয়া,
আহ্বানিছে কর তুলি কি যেন সম্ভাষি।
এমনি আসব ভরা,
চেয়ে আছে সুখ ধরা,
আসিবে ছুটিয়া কাছে সে শ্মশান বাসী।
কাছে এসে হেসে হেসে,
লয়ে যাবে তার দেশে,
দুজনে হইব মোরা সংসার-উদাসী।

—:*:—

কে তোরা।

১

এসেছি তোদের দ্বারে অচেনা ভিখারী।
বহিছে নয়ন জল,
রুদ্ধ প্রায় বক্ষস্থল,
সারা দিন ঘুরে ফিরি মানবের বাড়ী।
কেহ কিছু ভেঙ্গে ভুল,
হয় নাকো অনুকুল,
মুছে নাহি দেয় করে নয়নের বারি।
"আহা" "উহু" দুটী কথা,
কহেনা ভাঙ্গাতে ব্যথা,
সকলি ভাবনা ভোরে গভীর সংসারী।
আত্ম সুখে রত সবে,
ভুলে কেন কথা কবে,
আমি যে অদুর-বাসী "কাঙ্গালী ভিখারী।"

২

তোরা কেন মোর লাগি দিলি অশ্রু জল?
সান্ত্বনা দিবার তরে,
বাড়াইলি শত করে,
মুছাইতে কাছে এলি প্রাণের গরল।

কলকণ্ঠে ক'লি কথা,
শুধা'লি মরম ব্যথা,
মুখ পানে চেয়ে রলি কেন তাই বল।
চিনিনা তোদের হেন,
স্বরগের মেয়ে যেন,
উদার বিশদ প্রাণে শত নিরমল।
আমি কি কহিব বালা!
ঢেলে দিব দুখ জ্বালা,
ব্যথাতে দহা'য় দিব মরমের তল।

৩

তোরা কেন মোর লাগি হ'লি দিশে হারা।
বসিলি আমায় ঘিরে,
দিলি যে মাথার কিরে,
চাহিলি আমার পানে হ'য়ে আত্মহারা।
জনমি এসেছি ভাই!
আজি এ তোদের ঠাঁই,
জানিনালো দেশবাসী হবি তোরা কা'রা!
অচেনা ভিখারী এলে,
দিস্ না কি পা'য় দলে,
গ'রবে না রোস্ ফিরে কোন বাসী তোরা?

সাদরে ধরিলি কর,
স্থধাইলি অন্তঃকর,
পোড়া প্রাণ কত দুখে রহিয়াছে ভরা।

৪

স্থধালেনা একবার ভিখারী কি ধনী!
হেটে খুটে সারা দিন,
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
বসিতে আসন দিয়া স্থধালি জীবনি।
এ জগতে তোরা কা'রা?
আমি যে গো বেঁচে মরা,
জানিনা এমন প্রাণে ভরা এ অবনী!
জনমিয়া আজি ভাই,
এসেছি তোদের ঠাঁই,
এমন "আদর" আমি জনমি পাইনি।
দিলি স্নেহ সম্ভাষণ,
বেষ্টিলে পবিত্র জন,
স্থধাইলে মর্ম্ম গাঁথা আমার কাহিনী।

৫

কেহ তো আমারে হেন দেয়নি আদর।
ভাঙ্গিয়া মাটির ঘায়,
দলে গে'ছে শত পায়,

সম্ভাষেনি কেহ আসি জগত ভিতর।
চো'খ দুটি ভূমে করি,
চলে গে'ছে তারাতারি,
চায়নি আমার পানে কত যেন "পর"।
গরিব কাঙ্গালী বলি,
দিয়ে গে'ছে পা'য় দলি,
দেখেনি তাহারা হেন "অবোধ পামর"।
ভাঙ্গাতে তাদের মান,
ভেঙ্গে দিলে শত প্রাণ,
চায়না নয়ন তুলে অধম উপর।

৬

তোরা কা'রা? দিলি মোরে স্নেহ অশ্রুঢেলে।
সাদরে সুধালি গাঁথা,
প্রাণে পে'লি শতব্যথা,
আমার ব্যথিত প্রাণ বেদনার জলে।
স্নেহে দিয়া করে কর,
বেঁধে দিলি দৃঢ়তর,
কেন এ অজানা প্রাণ ওই কর তলে।
গরীব কাঙ্গালী আমি,
সুধু জানি "অন্তর্য্যামী"

বেদনা যাতনা জ্বালা ঠেলিয়া সকলে।
তোরা কি এ মর দেশে,
দেবতা পশিলি এসে,
বেঁধে দিলি প্রাণ মোর স্নেহ নিরমলে।

৭

আর কি বলিবে ভাই! ভিখারী তোদের!
আজিএ বিদায় প্রাণ,
তোরাই করিলি দান,
দেখালি তোদের চিত্ত উচ্চ মহতের!
সন্তপ্ত জ্বালার চিতে,
স্বরগের সুধা দিতে,
তোরা বিনে নাই আর অধম হীনের!

———:০:———

ভালবাসি।

১

ভালবাসি আমি বড় নীলাকাশ বুকে।
ছোট ছোট তারা রাজি, কাঞ্চন হীরক সাজি,
চুমি দেয় নীলাকাশ হাসি হাসি মুখে।
চাঁদের জোছনা রাশি, প্রাণ খুলে দেয় হাসি,।
ঘুমায় নীরব রেতে বুকে শুয়ে সুখে।
ভালবাসি আমি বড় নীলাকাশ বুকে।

২

ভালবাসি প্রাণে প্রাণে মলয়-বাতাস।
সরল শিশুর মত, ঢেলে দেয় অবিরত,
হৃদয় খুলিয়ে শত পরাণের আশ।
ধরা শির চুমি চুমি, নীরবেতে পরে ঘুমি,
হাসি মুখে ঢেলে দেয় প্রাণের উল্লাস।
ভালবাসি প্রাণে প্রাণে মলয় বাতাস।

৩

ভালবাসি আমি বড় সান্ধ্য সমীরণ।
হাসাইয়ে ফুল কলি, কাঁপায়ে বিটপী বালি!
কেমন উছলি দেয় বন উপবন।

ফুটায়ে মালতী বেলী,, ছুটে আসে আঁখি মেলি
মাখিয়ে নির্ম্মল দেহে আতর চন্দন।
ভালবাসি আমি সেই সান্ধ্য সমীরণ।

৪

ভালবাসি প্রাণে প্রাণে মন্দাকিনী নীরে।
সুন্দর লহরী তুলে, ভেসে যায় বন ফুলে,
"কুলু কুলু" বুলি তুলে নির্ম্মল শরীরে।
মাতায়ে হৃদয় টুক, কোরে দেয় ভুগ চুক,
ব্যথিতেরে উল্লাসিতে দেয় শত কিরে।
ভালবাসি প্রাণে প্রাণে মন্দাকিনী নীরে।

৫

ভালবাসি আমি বড় সুশীতল ছায়।
ঘীরণে পক্ষটি তার ভেঙ্গে দেয় হাহাকার,
নীরব পথিকে প্রেম বিলাইতে চায়।
মাথামাথি জানে ভালো, অধরে শীতল আলো,
দেবতার দেশ যেন মরের ধরায়।
ভালবাসি আমি বড় সুশীতল ছায়।

৬

ভালবাসি প্রাণে প্রাণে পূরবী রাগিণী।
পীযুষ অঞ্জলি করে, ঢেলে দেয় সে সুস্বরে,
আসে যেন অমরতা দেবতার ধ্বনি।

বীণাটি সপ্তমে তুলি, গায় দেবতার বুলি,
ঢালে মিশাইয়া তান বন বিহগিনী।
ভালবাসি প্রাণে প্রাণে পুরবী রাগিনী।

৭

ভালবাসি আমি বড় শোক অশ্রুজল।
ঢেলে দেয় মধুরতা, স্বরগের পবিত্রতা,
গায় দুখিনীর গাঁথা প্রীতি নিরমল।
গাইতে জীবনি তার, করে তার একাকার,
শত মাতোয়ারা যেন শত হারা বল।
ভালবাসি আমি সেই শোক অশ্রুজল।

৮

ভালবাসি আমি বড় কচি মুখে হাসি।
সরল বিশ্বাসী প্রাণে, ঢালে সুধা একতানে,
প্রাণ ভরা মন ভরা পবিত্রতা রাশি।
সাজানো বানীটি ভুলে, আসেনা বদন খুলে,
ললাট পুরিত রয় সরল প্রকাশী।
ভালবাসি আমি বড় কচি মুখে হাসি।

৯

ভালবাসি প্রাণে প্রাণে যাঁর এ সৃজিত।
যে হাসায় ধরা খানি, যে সাজায় ফুল রাণী,
যে ঢালে অমৃত কণা ধরায় নিয়ত।

তাঁরে আজি সুপ্রভাতে, পা'য় ধরে শত হাতে,
নামায়ে অধম শির ঢেলে দিব চিত।
ভালবাসি প্রাণে প্রাণে যাঁর এ সৃজিত।

—০:*:০—

সুবসন্ত।

১

মরি কেগো শুভে!
ধরা'পরে শোভে!
সুচারু লাবণ্য!
উজলাননে!

২

হাসি রাশি ভরা,
হইল এ ধরা,
পবিত্র তোমার
এ আগমনে!

৩

প্রফুল্ল জড়িত,
মানবের চিত,
অভিনবোল্লাসে
বিহ্বল আজি!

৪

সোণালী আচলে,
শত হীরা জ্বলে,
পরিয়া প্রকৃতি
কুসুম রাজি!

৫

মুখে সুমধুর,
আনন্দ প্রচুর,
পুরিয়াছে বুক
অতুলোল্লাসে।

৬

হেথা হোথা পাখী,
করে ডাকাডাকি,
সুষমা জড়িত
অপূর্ব্ব হাসে।

৭

অভিনব সাজে,
ধরণী সু-সাজে,
দাঁড়ায়ে অতুল
আনন তুলি।

৮

ওই যে ওখানে,
"কুহু কুহু" তানে,
গায় কলাভৃৎ—
হৃদয় খুলি।

৯

ওই মৃদু হাসি,
তোমারে সম্ভাষি,
মলয় বাতাস
সুধীরে বয়।

১০

বৃক্ষ লতা গুলি,
শির হেলিদুলি,
শুভ আগমন
এ ওরে কয়।

১১

নব দুর্ব্বাদল,
শস্যক শ্যামল,
নব সাজে আজি
সেজেছি সবি।

১২

পল্লব উল্লাসে,
শৈশবের হাসে,
প্রকৃতি বয়ানে
অপূর্ব্ব ছবি।

১৩

আদরের চাঁদ,
খুলিয়াছে ছাঁদ,
হাসিয়া চাহিছে
মাখিয়া আলো।

১৪

তারাগুলি হাসে,
প্রাণের উল্লাসে,
চাহে মৃদু মুছি
তামসী কালো।

১৫

সুপীযুষ ঢালা,
আয় আয় বালা!
শান্তি দিলি ঢালি
জগত ভোর!

১৬

আজি এই প্রাণে,
ঢাল সুধা তানে,
ঢাল হাসি রাশি
পরাণে মোর!

১৭

কমল আনন,
সুষমার মন,
উদার হৃদয়
কোথায় পেলি।

১৮

এই সমুদয়,
শান্তি সুখময়,
ওই প্রাণ হ'তে
ঢালিয়া দিলি।

১৯

প্রকৃতি এবারে,
যৌবন জোয়ারে,
ঢল ঢল রবে
উছলি উঠে।

২০

সুন্দর কাননে,
উত্তেজনা সনে,
প্রসূন কুমারী
উঠিছে ফুটে॥

২১

ঢাল স্নেহ প্রীতি,
মুছি গত স্মৃতি,
হাস প্রাণ রাখি
অবনী বুকে।

২২

নীরবে নীরবে,
ঢাল সুধা ভবে,
ডুবুক ধরাটি
অসীম সুখে।

——:*:——

কিসের অসুখ।

১

কিসের অসুখ মম কিসের অসুখ ?
আমি তো দেখিতে পাই,
সুখ পূর্ণ সব ঠাঁই,
দেখেছি হৃদয় খুলি সুখে ভরাবুক।

২

আমি তো দেখেছি খুলি হৃদয়ের পাতে।
সুখের মুরতী খানি,
দেখিয়াছি অভিমানী,
অভিমান মাখি কায় থাকে দিন রাতে।

৩

আমি তো সদাই তারে দেখিবারে পাই।
মসী মাখা অঙ্গতার,
অঙ্গারেতে অধিকার,
তার পাশে স্তূপাকৃত শত-ভস্ম ছাই।

৪

দেখেছি প্রদোষে তারে ঘুমাইতে সুখে।
উর্দ্ধশ্বাসে শ্বাস ফেলে,
প্রাণের সুষমা ঢেলে,
অনাহুতি কালাগ্নিতে ঢাকিয়াছে বুকে।

৫

দেখেছি উষার শেষে গুণ্ঠন আবরি।
সরাইয়া পদদুটি,
নীরবে গিয়াছে ছুটি,
কেহনা সুধায় কোন প্রহেলিকাকরি।

৬

এ মুরতী দেখিয়াছি সুখের চাহনী।
এখন দেখেছি বেশ!
পাগলিনী এলোকেশ,
কভু কাঁদে হাসে ভাঙ্গি নীরব ধরনী।

৭

নিস্তব্ধ ভাঙ্গায়ে হাসে ভুবঃ পথেতুলি।
স্বপনে ঘুমায়ে রয়,
ভুলে ভুলে কি যে কয়,
কভু বা ঘুমের ঘোরে পরে ঢলি ঢলি।

৮

দেখেছি তাহার মুখে ভুল ভুল আলো।
　　হাসি হাসি কচি ঠোঁটে,
　　অব্যক্ত তরঙ্গ ওঠে,
হৃদয় বীরণে দেখে স্ব নিশারকালো!

৯

আমি দেখি সে যে অতি শয়ুগরবিনী।
　　শমাগে শ্রষ্টার ঠাঁই,
　　গা'য়ে মাখা ভস্ম ছাই,
কি যেন যাচিয়া চালে অমনি মানিনী!

১০

সবে কি গড়েছে হেন সংসার পরাণে।
　　হৃদয় সংবর ধারা,
　　সেই হয় আত্মহারা,
সে জানে কি গড়িয়াছে কালিমা বয়ানে

১১

সেই সুখ পূর্ণ সদা আমার হৃদয়।
　　থাক্ দিবা থাক্ রাতি,
　　আঁধারের অণুবাতি.
সেই সুখ আমার প্রাণে অমর অক্ষয়।

সখি-সুহৃদ।

১

সাধের সুহৃদ-সঙ্গিনী ভাবনা।
ভাবনাই চির প্রীতি উপাসনা।
সে জানে হাসিতে ভাল,
ধোয়ায় তামসী কাল,
সে ফুটে হৃদয়তলে গোলাপের ফুল।
সে আমার আমি তার এই জানি স্থূল।

২

দিবা বিভাবরী সঙ্গিনী আমার!
সুধু সে আমার আমিরে তাহার।
জীবন সাকল্য ভরা,
তারে তো আমার ধরা,
সে বাসে আমায় ভাল আমি বাসি তারে।
সে কোটী হৃদয় মোহে বিকাইতে পারে।

৩

ওই তো ভাবনা ভাসে উড়ুপথে।
ওই তো ভাবনা পর্ণাশন সাথে।

মলয় সমীরে নিশি,
সে আমার দশদিশি,
মার্দ্দবের ক্ষুদ্র প্রাণে ভাসিয়া বেড়ায়।
সে আমায় শত বুকে বিলায়েছে তায়।

৪

ওই তো ভাবনা ভাসে চান্দ্রী-পাশে।
ওই তো ভাবনা কলাভৃৎ হাসে।
তির্য্যক স্রোতার সনে,
সে আমার আনমনে,
ওই তো রজনী জলে ভাবনা আমার।
প্রকৃতি ভাবনা ঘিরি আছে দশধার।

৫

হৃদয় তোরণে শুধু সে আমার!
আহা! হোক্ শত কোটি আয়ু তার।
সুখের ভাবনা ভেবে,
হৃদয়ে হৃদয় রেখে,
দেখিয়াছি ভাবুকের ভাব প্রীতিকর।
তাই তো জড়ায়ে আছে ভাবনা অন্তর।

৬

সাধের ভাবনা সদা প্রাণে আঁকি।
ভাবনা লইয়া পৃথিবীতে থাকি।
মালঞ্চ কুসুম গুলি,
ভাবের লহরী তুলি,
হেসে হেসে ঢলি পরে জগতের বুকে।
তারা আত্মহারা ওই ভাবনার সুখে।

৭

ওই কল্লোলিনী যাও কোথা ভাসি!
ছড়ায়ে সহস্র হৃদয়ের হাসি।
নিয়ত তরঙ্গ তুলে,
প্রাণের লহরী খুলে,
ভাবনা আলয় যথা যাও কি তথায়?
তুমি কিগো সুখ পাও স্মরি ভাবনায়!

৮

ভাবনারে! তুই মম চিরসাথী!
আয়! তোরে ধরি পাই অব্যাহতি।
অনন্ত আকাশ বুকে,
তারকা ভাসিছে সুখে,
আয়! তোরে বুকে ধরি গণিব তাদের।
অনন্ত কি হ'বে ওরা হ'তে আমাদের।

৯

"অমর" ধরিয়ে "বর" যদিএলে।
আহা! থাক প্রাণে সুখশান্তি ঢেলে!
কে দিল "অমর" ক'রে,
ভাবনা ভাবনা তোরে,
এ "বর" কোথায় পেলি কোন দেবতার।
"অমরা" "অমরা" তুমি জগতে আমার!

১০

এ ভব ভরিয়া সুধু হেরি তোরে।
এজীবন সঁপিয়াছি তোরি করে।
আয়! তোরে প্রাণে ধরি,
অথবা,——যদিরে মরি,
তুই রবি শেষ পলে শ্মশান-সমরে।
বুকে ধরি শয়নিব চিতার উপরে।

১১

অমরা আমার! তোরে ভালবাসি।
তোরে বুকে ধরি হয়েছি উদাসী।
ভাবনা ভাবনা মোর!
সাধ কিলো হয় তোর?
এ বাঁধে দুজনে মিলি কাঁটাইতে দিন।
ভাবনা! ভাবনা! মোর হোস্‌নে মলিন!

ফিরিবেনা আর।

১

সময় অমূল্য বটে ; মানব জীবনে,
তারে সবে করি অবহেলা।
ফিরিয়া চাহিয়া যেই দেখিবারে যাই,
অমনি ডুবিয়া যায় বেলা।

২

প্রতি পলকের মুল বুঝিতে পারিনা,
উপেক্ষা করিয়া থাকি হায় !
অবোধ মানব মন বুঝিতে পারেনা
ফিরিবেনা যাহা চলে যায়।

৩

ডুবিল ডুবিল ওই ক্রমে দিবাকর,
সপ্তাহ ছুটিয়া গেল ওই !
মাসেক হইল গত, বরষ আইল।
আমরা আঁধারে পরে রই।

৪

পিছনে ফেলিয়া পল দাঁড়াইছে সবে
যেন শত ব্যঙ্গ উপহাসে।
আঁধারে ঠেলিয়া দিয়া দূরে যায় সবে,
ডাকিলে ও কাছে নাহি আসে।

৫

শৈশব সুখের দিন হয়ে গেছে লীন,
কৈশোর আঁধারে গেছে মিশি ।
তরুণ আলোক কণা ওইতো ডুবিল
বার্দ্ধক্যেতে ছে'য়ে দশদিশি ।

৬

আবার তাদের চাই সে সুখ উৎসাহ,
চাই সেই আশা সুখ সাধ ।
পলকে ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছে মিলিয়া,
সে স্বপনে পরিয়াছে বাঁধ ।

৭

তাহার সংসর্গ বাস প্রফুল্ল অন্তর
অগোচরে গেছে তেয়াগিয়া ।
সে সাধ সে উৎসাহ অলক্ষ্যের পরে,
অগোচরে নিয়াছে কাড়িয়া ।

৮

পল যে গিয়াছে চলি নীরব আঁধারে,
মিশিয়া ও দূর নীলিমায় ।
পায়ে ধরি শতবার করি অনুনয়,
এ পথে সে আসিবে'না হায় ।

৯

বৃথা এ অমূল্য কাল হেলায় হারাই
অবোধ অজ্ঞান দেহহৃদিয়া।
সে সুখ-স্বপন কোথা গিয়াছে মিলিয়া
এখন রয়েছে বিস্মরিয়া।

১০

প্রতি অণু পরমাণু তাহাদের ভালে,
আমাদের জনম মরণ।
অণুকরি ক্ষয় হয় প্রতি পরমাণু।
জগতের অজ্ঞাত জীবন।

মোহ-প্রার্থনা।

১

প্রভো! খুলনা বাঁধন!
মুঁদিয়া এ দুটী আঁখি,
নীরবে আপনা রাখি,
সুধুই আমার তুমি এই মাত্র "পণ"।
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন!

২

প্রভো! খুলনা বাঁধন।
জগতের শ্রেষ্ঠা তুমি,
আমি যেন জাগি ঘুমি,
অমূল্য চরণ দুটি পাইগো সাধন।
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৩

প্রভো! খুলনা বাঁধন!
যত দিন ভবে রই,
তোমারে 'আমার' কই,
তোমারি শরণ লই তোমারি শরণ!
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৪

প্রভো! খুলনা বাঁধন!
শোকে দুখে জ্বালা রোগে,
জীবন যাতনা ভোগে,
বিপদে ধরিয়া র'ব ওদুটি চরণ।
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৫

প্রভো! খুলনা বাঁধন।
ভীষণ মোহের ভুল,
তবু তুমি জানি স্থূল,
এ বিশ্বের স্থূল দীক্ষা জনম মরণ!
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৬

প্রভো! খুলনা বাঁধন!
তুমি দেব! কল্পতরু,
অনাদি অনন্ত গুরু,
অপবিত্র কৃতঘ্নতা কলুষ মোচন।
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৭

প্রভো! খুলনা বাঁধন।
কি জানি মহিমা নাথ!
অধমার প্রণিপাত,
এ অস্থি—শোণিত—শিরা তোমারি গঠন।
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৮

প্রভো! খুলনা বাঁধন।
জানিনে প্রণাম মন্ত্র,
জানিনে কি বেদ-তন্ত্র,
সুধু জানি তুমি মম শান্তি নিকেতন।
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

৯

প্রভো! খুলনা বাঁধন।
যে মোহে বাঁধিয়া প্রাণ
করিয়াছ বিশ্ব দান,
থাক্ থাক্ সেই মোহ চোখে অনুক্ষণ
মোহের নয়নে প্রভো! খুলনা বাঁধন।

১০

প্রভো ! খুলনা বাঁধন !
আমার "আমিত্ব" মূল,
তুমি মাত্র জানি স্থূল,
সবাতেই তুমি মাখা কলিন্দ বিজন।
মোহের নয়নে প্রভো ! খুলনা বাঁধন।

১১

প্রভো ! খুলনা বাঁধন।
এই বেশ মোহ ভরা,
জরা, মৃত্যু বসুন্ধরা,
হৃদয় মোহিতে সেতো তোমারি কারণ।
মোহের নয়নে প্রভো ! খুলনা বাঁধন।

১২

প্রভো ! খুলনা বাঁধন।
এ মোহ নয়ন দ্বয়,
ভেবে যেন লীন হয়,
তোমারে আমারি ভাবি জনম জীবন।
এ মোহ ভালই প্রভো ! খুলনা বাঁধন।

চৈ

১৩

প্রভো ! খুলনা বাঁধন।
ভাঙ্গ ইচ্ছা মোহ বাঁধ,
তবু ও পরাণে সাধ,
এ মোহে ঘুমায়ে যেন ফুরায় জীবন।
এ মোহ ভালই প্রভো ! খুলনা বাঁধন।

১৪

প্রভো ! খুলনা বাঁধন।
যখন আরাম তরে;
ধুলি সনে এক ক'রে,
মিশাও এ দেহ টুকু জনম মতন।
থাকে যেন এই মোহ খুলনা বাঁধন।

১৫

প্রভো ! খুলনা বাঁধন
তোমারি চরণে পরি,
মোহে যেন তোমা-স্মরি,
মোহে যেন ডুবে তোমা বলিগো আপন।
এ মোহ ভালই, প্রভো ! খুলনা বাঁধন।

——:*:——